বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট ঃ সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ

এম, ফিল, থিসিস

M.Phil.

মোঃ শামসুল আলম

RB
320.95492
ALB
C-1

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯২

M.Phil.

382767

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম:

"বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট — সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ।"

382767

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত গবেষণা পত্র

Dhaka University Library
382767

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট— সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ।"

উপস্থাপনায়ঃ

মোঃ শামসুল আলম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

GIFT

382767

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধানেঃ

ডঃ এমাজউদ্দীন আহমেদ

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট — সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ।"

জনাব মোঃ শামসুল আলম
রেজিঃ ৬৮
এম,ফিল, শিক্ষাবর্ষ-১৯৮৪-৮৫ইং
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

382767

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ :

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের শ্রমটুকু উৎসর্গ করছি
আমার পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম নানা এবং নানিকে ।।

Dhaka University Institutional Repository

: সূচীপত্র :

অধ্যায়:	বিষয়:	পৃষ্ঠা
প্রথম-	ভূমিকা, তত্ত্বগত কাঠামো, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সংগঠন	১-৯
দ্বিতীয়-	স্থানীয় সরকারের ও সারিয়াকান্দি থানার ঐতিহাসিক পটভূমি	১০-৩৪
তৃতীয়-	সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি	৩৫-৫৩
চতুর্থ-	সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্বের উদ্ভব ও এলিট নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রভাব বিশ্লেষণ	৫৪-৭০
পঞ্চম-	সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের দলগত অবস্থান	৭১-৮২
ষষ্ঠ -	সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের ভূমিকা, সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার	৮৩-৯৮

: পরিশিষ্ট :

প্রশ্নমালা - ৯৯-১০২

গ্রন্থপঞ্জী- ১০৩-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের একজন গ্রামের সন্তান হিসেবে গ্রামীণ সমাজস্থ মানুষদের বিশেষ করে আমার নিজের এলাকা নিয়ে অন্ততঃ কিছু একটা করার আকাংখ্যা মনের মণি-কোঠায় বহুদিন থেকে লালন করে আসছিলাম । আর এ "বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট ; সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক এম,ফিল গবেষণার মাধ্যমে সে গ্রামের গ্রামীণ এলিটদের নিয়ে যৎসামান্য কাজ করার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত মনে করছি ।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম সংশ্লিষ্ট এ গবেষণা প্রকল্পটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা নির্দ্বিধায় বলা যায় । কিন্তু আমার শত প্রতিকূলতা ও দুর্বলতার মাঝে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর কতটুকু কাজ করা সম্ভব হয়েছে সেটিই আসল কথা ।

তবে এইটুকু অন্ততঃ বলতে পারি অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এটিকে সফল করার পিছনে আমার শারিরীক ও মানসিক শ্রমদানে আন্তরিকতার অভাব ছিল না । এর পরেও অনিচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক । কাজেই সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আহ্বান রাখছি ।

পরিশেষে আমার এ ক্ষুদ্র আয়োজন যদি সামান্যতম প্রয়োজনে আসে তা'হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব ।

মোঃ শামসুল আলম
তারিখ: ৩১/১২/৯২

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বহু প্রতিকূলতার মধ্যেদিয়েও গবেষণা প্রকল্পটি উপস্থাপন করা সম্ভব হলো । এতে তথ্য সংগ্রহে প্রভূত সমস্যার সম্মুখীন এবং তার আলোকে গবেষণা পত্রটি রচনায় অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে । তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বহুজনকে বিরক্ত করতে হয়েছে । এক কথায় উক্ত গবেষণাপত্রটি অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফলশ্রুতি, যার অন্তরালে সহযোগিতাকারীদের ঐকান্তিক অবদান মুখ্য হিসেবে কাজ করছে তা না হলে হয়তো এটা সম্পূর্ণ করা আদৌ সম্ভবপর হতো না ।

যা হোক, কৃতজ্ঞতা স্বীকারে প্রথমেই যাঁর নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন আমার পিতৃতুল্য ও পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ, যাঁর নিকট আমার ঋণের শেষ নেই, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভাষাও নেই ।

তার পরেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলামকে, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও ভূমিকা ছাড়া আমার এম,ফিল কোর্সে ভর্তি সম্ভব হতো না । যার বিদেশে অবস্থান ও আমার এগিয়ে যাওয়ার পথে সহ-যোগিতাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি ।

তারপর যার কথা না বললেই নয় সে হল আমার সহধর্মীনি খালেদা বেগম যে সব সময়ই এ গবেষণা কাজের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছে ।

শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছি পরম শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা জনাবা ডঃ নাজমা চৌধুরীকে, যিনি তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব জানেম চন্দ্র বর্মনের কাছে যিনি আমার কিছু লেখা দেখে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন ।

স্মরণ করছি আমার বন্ধুবর আব্দুল মতিনকে যে সব পান্ডুলিপিগুলি ব্যস্ততার মাঝেও ধৈর্য সহকারে দেখে দিয়েছেন ।

তারপর যার নাম উল্লেখ না করলে নিজের মূল্যবোধকে হেয় করা হবে সে হল আমার ছোট ভাই 'তোতা' যে অনেক কষ্ট করে সবগুলো লেখা বহুবার ফ্রেস ও কপি করে দিয়ে আমাকে যারপর নেই সহযোগিতা করেছে ।

অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই সারিয়াকান্দির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা, সর্বোপরি সর্বস্তরের মানুষদের যারা অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে বিভিন্ন তথ্য এবং নানা প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে গবেষণা প্রকল্পটি প্রণয়ন সহজ ও সম্ভব করে দিয়েছেন ।

এরপর স্মরণ করছি আমার ছোটভাই রফিকুল ও চাচাত ভাই নায়েব আলীকে যারা অনেকদিন আমার সংগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমার কাজে সাহায্য ও সংগ দিয়েছে । কৃতজ্ঞতা জানাই আদমজী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রবীন শিক্ষক ইলিয়াছ মজুমদারকে, যিনি আগ্রহের সাথে চুড়ান্ত টাইপের সময় গোটা লেখাটি যত্নসহকারে দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন ।

ছাপার জানাই আমার শ্রদ্ধেয়া ভাবী রিতা পারভিনকে যার জুন,১৯৮৬,ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি থেকে নানাভাবে সাহায্য নিয়েছি ।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের নিকট যার গবেষণাপত্রটি হতে অনেক সাহায্য সহযোগিতা বিশেষ করে সারণী পরিকল্পনাগুলি তৈরিতে যার যথেষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে হয়েছে । তারপর স্মরণ করছি রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সেকশন অফিসার মোঃ আনিসুর রহমান সহ বিভাগের সব কর্মচারী ভাইদের

Dhaka University Institutional Repository

যারা নানা সময়ে নানাভাবে আমার বিরক্ত সহ্য করেছেন । ধন্যবাদ জানাই জনাব মোঃ মনসুর রহমানকে যিনি আমার এ গবেষণাপত্রটি সুন্দরভাবে টাইপ করে দিয়েছেন ।

স্মরণ করছি আমার সমস্ত হিতাকাংখীদের যাদের সবার নাম এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না । অথচ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সহ-যোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি । এ কাজ সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তাদের দানও আমার কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয় । জীবনের দুর্গম চলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ উত্তরণে যারা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন তারা সবাই আমার স্মরণ পথে চিরদিনের জন্য মহিমান্বিত হয়ে রইবেন এবং তাদের স্নেহপূর্ণ আশির্বাদ আমার আগামী দিনের পাথেয়।

পরিশেষে লাখ শুকরিয়া জানিয়ে শেষ করছি সেই মহান পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে যিনি আমাকে এ কাজটুকু করার তৌফিক এনায়েত করেছেন ।

মোঃ শামসুল আলম

তারিখঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও তত্ত্বগত কাঠামো

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নকামী দেশ । বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে । বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি গ্রামভিত্তিক অতএব এ দেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গ্রামের উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । কিন্তু এদেশের মানুষ অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত, এখানে রয়েছে জনসংখ্যার আধিক্য এবং তার সিংহভাগের জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার নীচে । শিক্ষিতের হার নগণ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল, কৃষি ব্যবস্থা সেকেলে, প্রকৃত কৃষকের অধিকাংশই ভূমিহীন । কিন্তু এ অবস্থা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা যদিও অব্যাহত তবুও তার মাত্রা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে অবস্থিত । গ্রামীণ প্রশাসন দুর্বল ও অপর্যাপ্ত ।

যা হউক বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ ও গণমুখীকরণের প্রয়াস চলছে । সেই প্রশাসনিক আধুনিকীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের স্তরগুলোর মধ্যে গ্রাম পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে প্রাথমিক স্তর, এই স্তর গ্রামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই স্তর গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রধানতঃ দায়ী । এই স্তর গঠিত হয় গ্রামীণ মানুষদের মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের নিয়ে অর্থাৎ এই স্তরের নেতৃত্বে রয়েছেন গ্রামেরই নেতৃবৃন্দ বা গ্রামীণ এলিট ।

অতএব প্রতিটি গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র গ্রামবাসী এবং গ্রামীণ প্রতিনিধি তথা গ্রামীণ এলিটদের সুষ্ঠু ও স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য ও গুরুত্বপূর্ণ । তাই আমি মনে করি প্রতিটি গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং গ্রামীণ এলিটদের বিশদভাবে জানার ও বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব অপরিসীম । এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের বিশ্লেষণকে আমার গবেষণা প্রকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছি ।

Dhaka University Institutional Repository

আর এ প্রকল্পের কাজ করার জন্য একটা বিশেষ এলাকা অর্থাৎ আমার নিজস্ব থানা সারিয়াকান্দি কে বেছে নেয়া হয়েছে । সারিয়াকান্দি থানা পছন্দ করার পিছনে প্রধানতঃ দু'টি কারণ কাজ করেছে ।

প্রথমঃ এ এলাকার সংগে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ।

দ্বিতীয়ঃ ঐ একই কারণে এ এলাকার রাজনৈতিক এলিটগণের সাক্ষাৎকার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ।

এখানে বলা প্রয়োজন গবেষণা পরিধি সীমিত করার জন্য কেবলমাত্র ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ এর নির্বাচনে যে সমস্ত ব্যক্তি ঐ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা হয়েছে ।

বর্তমানে উপজেলার পরিবর্তে থানা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে । কিন্তু এ গবেষণা প্রকল্পটি যখন গ্রহণ করা হয় তখন উপজেলা পদ্ধতি বলবত থাকার কারণে এই গবেষণার শিরোনাম ও কার্যক্রম উপজেলা পদ্ধতির আলোকেই সম্পাদন করা হয় এবং গবেষণা প্রবন্ধটি '৮৪ ও '৮৮ ইউ,পি নির্বাচন সময়কালের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় এ কারণে বর্তমানে প্রবন্ধটিতে কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় – যা যতটুকু সম্ভব সংশোধন ও পুনঃসংস্করণের চেষ্টা করা হয়েছে । যেমন উপজেলার স্থলে থানা ব্যবহার, তবে শিরোনামটি বিধিগত পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হয় বিধায় সেটি পরিবর্তন করা হয় নাই । এ'ছাড়াও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু অসংগতি ও অপ্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক । অতএব সময়ের ব্যবধানের কারণে সৃষ্ট সমস্যাটুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রাখছি।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বগত কাঠামোঃ

সম্প্রতিকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এলিট তত্ত্ব এবং এলিট শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । এলিট শব্দের শব্দগত অর্থ হচ্ছে উৎকৃষ্ট বস্তু বা সামগ্রী । ইংরেজীতে এলিট শব্দটি সতর শতকে এ অর্থেই ব্যবহৃত হত, কিন্তু উনিশ শতকে এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার হতে শুরু করেছে । তৎকালীন কিছু কিছু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ 'এলিটিস্ট' নামে অভিহিত হয়েছেন । তাদের মতে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় । শাসক শ্রেণী এবং শাসিত শ্রেণী । যারা শাসন করে তাদেরকে রাজনৈতিক এলিট বা শাসনকারী এলিট বলা হয় । সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অংশ । শাসনকারী এলিটের সংখ্যা কম হলেও রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করে থাকেন । এই আমলের এলিটবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মস্কা সিসেলস, প্যারিটো নাম উল্লেখযোগ্য ।

তাঁদের মতে প্রতিটি সমাজ দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত । সমাজের একদিকে থাকে এলিটগণ, তাঁরা নেতৃত্ব দেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেন । অপরদিকে থাকে ব্যাপক জনগণ যারা এলিটদের শাসনাধীনে থাকে । মস্কা ও প্যারিটো উভয়ই মনে করতেন, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করে বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে রাজনৈতিক এলিট বলে গণ্য করা যায়।[১]

লাসওয়েলের মতে, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই ক্ষমতাশালী যারা প্রাপ্ত মর্যাদা, আয় ও নিরাপত্তার অধিকাংশই লাভ করেন । যাঁরা সর্বাপেক্ষা বেশি লাভবান হন, তাদেরকেই এলিট বলা হয় । অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষ হিসাবেই পরিগণিত হন । সংক্ষেপে বর্তমানে 'এলিট' বলতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বুঝানো হয় যাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই রাজনৈতিক 'এলিট' যারা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন সমাজে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করে থাকে।(২) অতি সম্প্রতিকালে কিছু কিছু লেখক নতুনভাবে এলিট তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন। সি রাইট মিলস তাঁর 'দি পাওয়ার এলিট' গ্রন্থে এলিটদের প্রাতিষ্ঠানিক অভিব্যক্তি' প্রদান করে বলেন, আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোই হচ্ছে এলিটদের ক্ষমতার উৎস। বর্তমান যুগে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার ফলে কর্তৃত্বকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থ অর্জনের জন্য অভাবিত সুযোগ লাভ করছেন। এখন তারা সম্মিলিত হয়ে অতি সহজে তাঁদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন।(৩) মানুষের ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান (৪) প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তি-গণ সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।(৫)

তত্ত্ব গঠনে এলিট বিশ্লেষণের প্রয়োগ যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অনেক সমালোচক এ তত্ত্ব প্রয়োগের নানা ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন আবার অনেকে বলেন, "গবেষণা করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত কে বা কাহারা এলিট তা নির্ধারণ করা খুবই শক্ত। কারণ অনেক সময়ই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে না।(৬) দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বে সমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনসাধারণের ভূমিকা আছে তার প্রতি ভয়ংকর উদাসীনতা দেখানো হয়। ফলে তথ্যের প্রয়োগে জন-গণের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। তা ছাড়া সমাজের পরিবর্তনের সূচনা সব সময়ই উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের দ্বারা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্ন-বিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করে কিন্তু এলিট তত্ত্বে এর কোন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।(৭) তা যাই হোক হাজারো সমালোচনা সত্ত্বেও সন্দে-হাতীতভাবে উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য এলিটতত্ত্ব একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এখানে অধ্যাপক রোসটোর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়, এশিয়া,আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক পটভূমির গবেষণা বিশেষভাবে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব দেশে প্রতিষ্ঠানিক পদ্ধতি বা কার্যভিত্তিক পদ্ধতির স্থলে একমাত্র এলিট তত্ত্বই সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারে।(৮) কারণ বাংলাদেশকে একটি এলিটিষ্ট সমাজ বলে চিহ্নিত করা যায়। এখানকার সামাজিক ব্যবস্থা এমন-ভাবে গঠিতযে সামাজিক স্তরগুলো সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে এমোস্থভাবে সজ্জিত, অর্থাৎ উচ্চ থেকে মধ্য, নিম্ন এ-ভাবেই সমাজের লোক/গুলো বংশগত, বর্ণগত ও আর্থিক দিক থেকে বিভক্ত। এমনকি দেশের শাসন কাঠামোও স্তরভিত্তিক(যেমন কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, মহকুমা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম প্রভৃতি) যে প্রত্যেক স্তরে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলো নিয়ন্ত্রণ করে কতিপয় ব্যক্তি এবং অধিকাংশ জনগণ তাদের আজ্ঞাবহ হিসাবে তাদের আদেশ-নির্দেশ পালন করে।(৯) অতএব বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এলিট তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্র আরও উর্বর।

আমি আমার 'বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট', সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটিতে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছি। এই গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের ধরণ ও সংখ্যা নিয়ে পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করলে হাজারো এলিট দেখা যাবে। যেমন অপেক্ষা-কৃত বেশি ভূমির অধিকারী, গ্রামে অবস্থিতশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক, দলিল লেখক, চাকুরীজীবী, কৌশলী, বিত্তিন্ন ব্যবসায়ী ও/ভাল অবস্থা সম্পন্ন নানা ব্যক্তি-বর্গ ইত্যাদি। যে কারণে গবেষণার ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত হবে এবং সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই গবেষণার সুবিধার্থে এ প্রকল্পে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সেই সমস্ত এলিটগণকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত কিংবা প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত, অন্য কথায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে ক্ষমতা-প্রাপ্ত। অতএব এখানে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা'হল গ্রামীণ জনগণের শাসনকারী স্তর বা স্থানীয় শাসনকারী নেতৃবৃন্দ যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান, জাতীয় এবং স্থানীয় সকল ধরণের রাজনীতিতেই এলিটতত্ত্বের সহজ ও সফল প্রয়োগ সম্ভব। গ্রামীণ রাজনীতিতে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। স্থানীয় শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এ সত্য ফুটে ওঠে। পাকিস্তান আমলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা ছিলেন এলিট, অন্যরা সাধারণ জনতা। বাংলাদেশ আমলে আওয়ামী সরকারের ইউনিয়ন পঞ্চায়েত শাসনকারী শাসনাধীনে ছিল বঞ্চিত ব্যাপক জনগোষ্ঠী। জিয়া সরকারের গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ছিলো এলিট আর গ্রামের বিরাট জনগণ ছিল নন-এলিট।

এই সব এলিটদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, তাদের সংখ্যা জনগোষ্ঠীর সামান্য অংশ। তাঁরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী, ভূমি-মালিক এবং বিত্তশালী, ফলে সর্বাধিক সুযোগ ভোগকারী। তাদের অবস্থান সব সময়ই ক্ষমতাসীন সরকারের কাছাকাছি। পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই শাসনকারী সুর বা এলিট গোষ্ঠীই সব সময় বাংলাদেশের গ্রামগুলোর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

দেশের অগ্রগতি, তা অর্থনৈতিক হোক আর সামাজিক হোক, অনেকাংশে নির্ভর করে এসব এলিট গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রম, চিন্তাভাবনা এবং অংশগ্রহণের উপর। তাদের উপর দেশের অগ্রগতির মানও নির্ভর করে, কেননা তারাই গ্রাম পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণ এবং নীতি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী। এ কারণে গ্রামীণ এলিটদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সামাজিক/অবস্থার তথা সার্বিক পর্যালোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

গবেষণার কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে ঃ

(ক) গবেষণা প্রকল্পের তত্ত্বগত কাঠামো রচনা করা ।

(খ) গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্রমবিকাশের উপর আলোচনা করা।

(গ) গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পটভূমি বিচার ও বিশ্লেষণ করা ।

(ঘ) গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের উদ্ভব এবং নির্বাচনে বিভিন্ন প্রভাবের মাত্রা নির্ধারণ করা।

(ঙ) রাজনৈতিক দলের প্রতি এলিটদের আনুগত্য বিশ্লেষণ করা ।

(চ) পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে গ্রামীণ এলিটদের ধারণা পরীক্ষা করা এবং পল্লী উন্নয়নে তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন করা ।

(ছ) স্থানীয় শাসন ও গ্রামীণ এলিটদের সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন এবং পরিশেষে উপসংহার ।

বর্তমান গবেষণা প্রচেষ্টার গুরুত্বঃ

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ । ৮০,০০০ হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে এই দেশ । এ দেশের উন্নয়ন ৮০,০০০ হাজার গ্রামের উন্নয়নের মধ্যে নিহিত । অতএব গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রশাসনে জনগণের অংশ গ্রহণকে অধিকতর কার্যকরী ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে গ্রামের মানুষ ও গ্রামীণ নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন । তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে গবেষণা চালানো অত্যাবশ্যক-এদিকে লক্ষ্য করেই এ গবেষণা কার্য শুরু করা হয়েছে ।

সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে এ গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ গবেষণা ভবিষ্যতে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে । এ ধরণের গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপনের সুযোগ আমার জন্য একটা বড় ধরণের অভিজ্ঞতা ও গৌরবের বিষয় বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণা হলো প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান । সুতরাং সামাজিক গবেষণা করতে হলে সামাজিক ঘটনাবলী, আচরণ বা সমস্যা সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয় । অতএব সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা আমরা সামাজিক আচার-আচরণ উপলব্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাই।

গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক উপাদান হলো গবেষণার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করা । সামাজিক সমস্যাবলী পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । কিন্তু আমার এ গবেষণায় আমি কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসরণ করিনি । আমার এ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও কার্যধারা অবলম্বন করা হয়েছে । ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ এবং বর্ণনামূলক প্রক্রিয়া। তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা জরিপ,অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি , পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মতামত জরিপ করে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

গবেষণার সংগঠনঃ

আলোচনার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও তত্ত্বগত কাঠামো , দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রামীণ এলিটদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি নিয়ে বিশ্লেষণ , চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রামীণ নেতৃত্বের উদ্ভব এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা , পঞ্চম অধ্যায়ে এলিটদের দলীয় আনুগত্য নির্ধারণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে এলিটদের ভূমিকা এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহারে কিছু সাধারণ মন্তব্য করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তত্ত্বগত কাঠামো

১। Gaetano Mosca,The Ruling class,(New York!McGraw Hill 2939) P.50 vilfredo poreto,The Mind society, 4 vols(New York- Dover publication 1963), 2031-34.

২। H.D.Lasswell D Lerener, and C.E;Rothwell the comparative study of Elites,(Standford;Stand ford university press, 1952),P-13.

৩। ডঃ এমাজ উদ্দীন আহ্মদঃ তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ(১৯৭৮) পৃঃ ৮৭ ।

৪। Mills, the power elite, P-18.

৫। রীতা পারভীনঃ"বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট", পৃঃ ১২১,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পত্রিকা, জুন ১৯৮৬ ।

৬। Frederick W. prey, The Turkish political Elite (cambridge; MIT press, 1965), P. 157.

৭। Robert Dahl," A Critique of the Rulling Elite Model", American Political Science Review ,Vol-52,June,1938), P-464.

৮। Dunkart A.A. Rustow, " The study of Elites: Who's Who, When and How". World Politics, vol.11.no.4 (July 1966) p.711.

৯। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থানীয় সরকার ও সারিয়া কান্দি থানার ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

স্থানীয় সরকার পটভূমিঃ

বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। পূর্বে যে স্থানে ছিল আমলাদের এক-ছত্র আধিপত্য, আজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনপ্রতিনিধিরা। এটি জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি বহন করে এবং প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

কিন্তু এই প্রশাসনিক পরিবর্তন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। ১৭৬৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কার্যক্রম পুন-র্গঠন করার জন্য কমপক্ষে ৬৫ বার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠা।[১] ১৯৪৮সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ২৮টি কমিটি বা কমিশন গঠিত হয়েছে যাদের রিপোর্ট-এর পরিধি প্রায় ৩৬২৫ পৃষ্ঠা। শুধু ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সাতটি কমিটির রিপোর্ট বের করতে লেগেছে প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠা। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এ উপমহা-দেশের প্রশাসনিক পুনর্গঠন বা উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলেছে, আর তা কখনও দ্রুত গতিতে, কখনও ধীরে।

সংগঠিত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রশাসন কবে কোথায় কার সময়ে শুরু হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ নামে কোন অখন্ড রাষ্ট্র বা জনপদ ছিল না। প্রাচীন বাংলাদেশে বিভিন্ন অংশে তখন বংগ, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে জনপদ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্য ও যুদ্ধের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় এ অঞ্চলে শক্তিশালী রাষ্ট্র যন্ত্র ছিল। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে (আনুমানিক ৩২১-২১৬ খৃঃ পর্বের) রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীনকালে এদেশের হিন্দু রাজারা সেই কাঠামোই অনুসরণ করেছেন। রাজার বিপুল সংখ্যক রাজ কর্মচারী ছিল। যাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং যারা রাজার প্রতি বিশেষভাবে অনুগত ছিল। পরবর্তীকালে মুসলমান সুলতান বাদশাহের আমলে এবং আরও পরে ইংরেজদের আমলে প্রাচীন হিন্দু যুগের এবং পরবর্তী মুসলমান সুলতান বাদশাহী আমলের রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে কিছুটা ঘসে মেজে নিজেদের উপযোগী করে চালু রাখে। এমনকি ইংরেজদের চলে যাওয়ার পরেও প্রশাসন কাঠামোর কোন মৌলিক রদবদল পাকিস্তান আমলে হয়নি এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও নয়। (২)

১ঃ বাংলাদেশের লোক প্রশাসন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসকদের একটি ছক লক্ষ্যণীয়ঃ-

হিন্দু আমল		সুলতানী আমলা		মোগল নবাবীআমলা		বৃটিশ আমলা	
প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক	প্রতিষ্ঠান	প্রশাসক
মন্ডল	অধিকরণিক	শহর	শারই লস্কর	পরগনা	সিকদার	মহকুমা	এসডিও
গ্রাম	গ্রামপতি	কসবা	শারই লস্কর	থানা	থানাদার	থানা	----

উৎসঃ 'বাংলাদেশের লোক প্রশাসন', মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, পৃষ্ঠা-

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক পুনর্গঠনঃ

উপমহাদেশে গ্রাম সভা, গ্রাম রাজ, গ্রাম পরিষদ কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন । প্রাক বৈদিক আমল (৩০০০-২০০০ খৃঃ পূর্ব), বৈদিক আমল (২০০০০-১৫০০ খৃঃ পূর্ব) বৌদ্ধ আমল (৫০০-২০০ খৃঃ পূর্ব) হিন্দু আমল (২০০ খৃঃ পূর্ব-১৩০০ খৃস্টাব্দ) এবং (১৩০০-১৮০০ খৃস্টাব্দ) ঃ মুসলিম আমল। পর্যন্ত এ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথা বিদ্যমান ছিল যা বৃটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, পাকিস্তান আমলে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ আমলে ইউনিয়ন পরিষদ নাম ধারণ করে । গ্রামীণ জনগণের স্বার্থ রক্ষা, জনকল্যাণ, ন্যায় বিচার , স্বাস্থ্য রক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি সমস্যাদির মোকাবেলায় গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কার্যকর ।

বৃটিশ আমলে জেলা ছিল প্রশাসনিক একক । একটি জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে থাকতেন একজন জেলা প্রশাসক । তিনি ছিলেন জেলার প্রশাসনিক প্রধান ।

১৭৬৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য প্রায় ৬৫টি কমিশন গঠিত হয় । তার আলোকে ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন গৃহীত হয় ।

এ আইন অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রামের ৫ জন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করতেন । কেউ পঞ্চায়েত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে জরিমাণা দিতে হত ।

১৮৮৫ সালে লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট আইন প্রণীত হয় । এ আইন মোতাবেক ইউনিয়ন বোর্ড ও লোকাল বোর্ড গঠিত হয় । অতঃপর মন্টেগু ও চেমসফোর্ড সুপারিশ অনুযায়ী কিছুটা স্থানীয় প্রশাসনে জনপ্রিয় মানুষদের নেয়ার চেষ্টা সম্বলিত ১৯১৯সালে ভিলেজ সেলফ গভর্ণমেন্ট আইন পাশ করা হয় কিন্তু এতে স্থানীয় সরকারে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগ হওয়ায় তাও বৃটিশ স্বার্থরক্ষা ছাড়া জনগণের জন্য কোন অবদান রাখতে পারেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

যা হোক ইংরেজ প্রশাসন ছিল জনগণের উন্নয়ন বিমুখ এবং ইংরেজ স্বার্থ দেখাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য তবে "প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণরূপে উন্নয়ন নিরপেক্ষ। বৃটিশ শাসনের শেষ প্রান্তে প্রশাসন কিছুটা উন্নয়নগামী হয় বটে, তবে তা ছিল অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের"।(৩)

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্ভব আলোচনা করলেও দেখা যায় এ দেশের রাজনীতি-বিদরা সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। তারা ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত, ভূ-স্বামী, জোতদার বা ব্যবসায়ী। তারা এমনিতেও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বার্থ-রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। সামাজিক দিক থেকে তারাই আবার আমলাদের আত্মীয়-স্বজন। সময়ে অসময়ে নিজেদের স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্যতার জন্য তারা নির্ভর করেছেন আমলাদের উপর।

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও পাকিস্তান আমলঃ

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমলাদের এক সমাবেশে বলেন, - সরকার গঠিত হয় সরকারের পতন ঘটে, প্রধানমন্ত্রী আসেন আর যান, মন্ত্রীরা আজ আছে কাল নেই। কিন্তু আপনারা এসব পদে বরাবরই আছেন। সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তৎকালীন আমলাদের অবস্থা এ থেকেই আঁচ করা যায়।

প্রশাসন পুনর্বিন্যাসের জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মোট ২৮টি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু আমলা ব্যবস্থায় মোটেও পরিবর্তন হয়নি।

এ সময় রাজনীতিকরা আমলাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। তাছাড়া সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। এসব কারণে প্রশাসন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণ তেমন অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন । এবং নিম্নতর পরিষদের সদস্যদের দ্বারা উচ্চতর পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন । ১৯৬৯ সালে ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে পুনঃ স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয় । কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল গতানুগতিক ।

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও বাংলাদেশ আমল

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ক্ষমতা লাভের পর পরই সরকারী কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিত্যাগ করে জনগণকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করতে অনুরোধ করেন । একদিন সভায় তিনি বলেন,- আমি চাই বাংলার মাটি থেকে দৌরাত্ম ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির অবসান হউক । যাহোক প্রশাসনিক ব্যবস্থার রদ-বদল করে সর্বস্তরে রাজনীতিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় । এবং ১৯৭২সালে ৭নং রাষ্ট্রপতি আদেশ অনুযায়ী প্রচলিত সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাতিল ঘোষিত হয়। গঠন করা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও শহর পঞ্চায়েত । অতঃপর সংবিধানের আলোকে জাতীয় সংসদ বিধানক্রমে ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন ও শহর পঞ্চায়েতগুলোকে যথাক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা রূপে চালু করা হয় ।

১৯৭৫ সালের শেষের দিকে সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে । সামরিক প্রশাসন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন করে এবং জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে 'গ্রাম সরকার' প্রবর্তন করেন । কিন্তু তা তাঁর মৃত্যুর পর আর কার্যকরী হয়নি ।

এরশাদ সরকারের শাসনামলে প্রশাসনকে "জনগণের দোগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৯৮২ সালে ২৮শে এপ্রিল প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয় । এই

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি বিভিন্ন মডেল এবং বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ করে ।

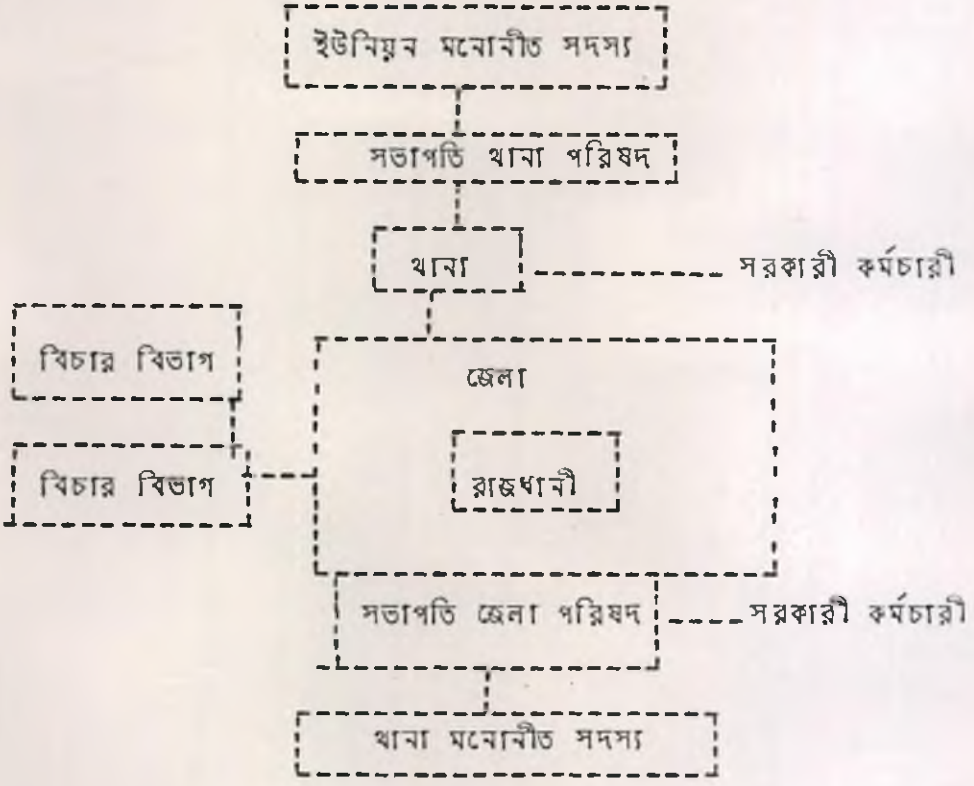

(উপরে প্রশাসন পুনর্গঠন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মডেলের যেটা গৃহীত হয়েছে তা প্রদত্ত হল)।

এ সুপারিশ মোতাবেক ৪৬টি মহাকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয় এবং ৪৬০টি থানাকে প্রথমে মানউন্নীত থানা পরে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় । অতঃপর জেলা ও উপজেলা পরিষদের নেতৃত্ব প্রদান করা হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ।

এরশাদ প্রশাসনের মূল একক ছিল উপজেলা । এ ব্যবস্থা, তেমন কার্যকর হয়নি । প্রশাসনিক কর্মকর্তারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এ ব্যবস্থার বড় ত্রুটি—ইউনিয়ন পরিষদ নিষ্প্রাণ হয়ে উঠে ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সরকারের পদক্ষেপঃ

বর্তমান বি,এন,পি সরকারের ক্ষমতা লাভের পর পরই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইনের আলোকে অধিকতর গণমুখী ও কল্যাণকর স্থানীয় সরকার কাঠামো নিরূপনের লক্ষ্যে একটিস্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন গঠন করেন, এ কমিশন গণতান্ত্রিক নীতির আলোকে এবং সাংবিধানিক অংগীকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য দিক পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। যাতে প্রশাসন এবং উন্নয়নে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ হয়॥ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা, উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে সম্পদ আহরণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করার লক্ষ্যে কমিশন গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের সুপারিশ করে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুধাবন করে কমিশন গ্রামকে ইউনিয়ন পরিষদের মৌল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে প্রতি ইউনিয়নে গ্রামগুলোর সমন্বয়ে গ্রামসভা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসাবে কমিশন কতকগুলো নীতিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নির্বাচনই হবে একমাত্র মাধ্যম। নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবেন জনগণের নিকট। কমিশন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসিত প্রকৃতি বিকাশের লক্ষ্যে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে তাদের মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করে। স্বতন্ত্র সত্তা এবং সুনির্দিষ্ট জনবলের সহযোগিতায় এসব প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সহযোগিতামূলক । কেন্দ্রীয় সরকারের মাঠ প্রশাসনের সাথেও এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক হবে নিয়ন্ত্রণমূলক নয়, সহযোগিতামূলক ।

অতঃপর ১১-১০-৯২ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে গ্রামসভা বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় । তবে জেলা ও ইউনিয়ন এই দুই স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বহাল রাখা হয় । এছাড়াও মেট্রোপলিটন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন এবং শহরগুলোতে পৌরসভা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে ।

সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের সরাসরি ভোটে গণপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভোটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা ও সদস্যরা নির্বাচিত হবেন ।

থানার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য থানা পর্যায়ে থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে । তবে এই কমিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মত হবে না । মন্ত্রীগণ জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের আয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এছাড়া আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে , ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষমতা এ দুইটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দেয়া হবে ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বি,এন,পি সরকার ইতিমধ্যেই উপজেলা পদ্ধতি বাতিল এবং ৩০শে জুন এক সরকারী তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে উপজেলাসমূহ থানা নামে অভিহিত হবে বলে ঘোষণা দান করেন ।।

Dhaka University Institutional Repository

ইউ, পি - অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি থানা

সারিয়াকান্দি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্যতম একটি থানা ।

এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রাম বাংলার জনগণের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে থানাসমূহকে উপজেলায় উন্নীত করার ব্যবস্থায় সারিয়াকান্দি থানাকে বিগত ৭-১১-৮২ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কর্ণেল সেলিম খান, উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক উদ্বোধন করেন । ১৬৯ বর্গমাইল এলাকা বিস্তৃত ২,২২,৬১৫ জন অধিবাসী নিয়ে এই উপজেলা গঠিত হয় । বর্তমান বিএনপি সরকারের উপজেলা পদ্ধতি বিলুপ্তির পর তা আবার পূণ একটি থানায় রূপান্তরিত হয়েছে ।

১৩টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত এই থানার উত্তরে গাইবান্ধা জেলা, পশ্চিমে গাবতলী থানা, দক্ষিণে ধুনট থানা এবং পূর্বে জামালপুর জেলা অবস্থিত ।

এই থানা যমুনা নদীর করাল গ্রাসের শিকার । ১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে কম-বেশি প্রায় ৮টি ইউনিয়নই যমুনায় ক্ষতিগ্রস্থ এবং ২টি ইউনিয়ন সম্পূর্ণ যমুনা নদীর চরাঞ্চলে অবস্থিত । বাঁকি যে কয়টি ইউনিয়ন আছে তাও প্রায় বাঙালী নদী দ্বারা বেষ্ঠিত , এমনকি থানা হেডকোয়ার্টার সারিয়াকান্দি বন্দর ও যমুনা এবং বাঙালীর করাল গ্রাসের মারাত্মক হুমকীযুক্ত তীরে অবস্থিত । বাঙালী নদীতে সেতু না থাকায় থানা সদর থেকে জেলা সদরের যোগাযোগ অত্যন্ত খারাপ, ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সাথে থানা সদর দপ্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও ভাল না । বর্ষাকালে প্রতিটি ইউনিয়নের সাথে থানা সদরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে সরকারী অনুদান ৪০লক্ষ টাকা দ্বারা অত্র থানার সরকারী নীতিমালার আওতায় --

(ক) কৃষি, সেচ ও শিল্প,

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) বাসুব অবকাঠামো,

(গ) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো,

(ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং

(ঙ) বিবিধ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে বাসুবায়িত করা হয় । যা বাসুব চাহিদার প্রয়োজনে নিতান্তই অপ্রতুল ।

সারিয়াকান্দি থানার সাংগঠনিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

১৭৯৩ সালে বংগদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তু প্রবর্তিত হয় । এই সময় রাজশাহী জেলা বংগদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ।

রাজজীবন নামক নাটোরের জমিদারের উপর এই বিস্তির্ণ-ভূখন্ডের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল । এই সময় একজন কালেকটর ও তার দুইজন সহকারী এবং কয়েকজন থানার শাসনকর্তা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এই জেলায় অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা (চুরি-ডাকাতি) শুরু হয়, বগুড়া, সুলতানগন্জ, পাঁচবিবি, শিবগন্জ ইত্যাদিতে ডাকাতদের বড় বড় আখড়া গড়ে উঠে । এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কতৃপক্ষ অত্র অঞ্চলের চুরি, ডাকাতি ও বিশৃংখলা নিবারণার্থে জেলার পূর্ণ সংস্করণের উদ্দেশ্যে বগুড়া থানাকে কেন্দ্র করিয়া ১৯২২ সালে রাজশাহী জেলা থেকে আদমদীঘি, শেরপুর, নথিলা ও বগুড়া থানা এবং রংপুর জেলা থেকে দেওয়ানগন্জ গোবিন্দগন্জ এবং দিনাজপুর জেলা থেকে লালবাজার, কেতলাল, বদলগাছি থানা নিয়ে সর্বমোট নয়টি থানা দ্বারা বর্তমান বগুড়া জেলা গঠিত হয়েছিল ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে দেশে চুরি, ডাকাতি, বিশৃংখলা দমনের জন্য কয়েক মাইল পরপর একটি পুলিশ ফাঁড়ি গঠিত হয় এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তার উপর থানার শান্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত হয় । সম্ভবতঃ সে সময়ই এ থানাগুলো

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে ওঠে এবং সারিয়াকান্দি তথা নওখিলা থানার উৎপত্তি ঘটে । ১৮৬৮ খৃঃ ২০শে মার্চ নখিলা থানা সারিয়াকান্দিতে স্থানান্তরিত হয় । পরবর্তীতে সীমানা কিছুটা পরিবর্তন এবং ১৮৭২ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ৩৯টি গ্রাম মোমেনশাহী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করতঃ বগুড়ার এই সারিয়াকান্দি থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

তৎকালীন সারিয়াকান্দি থানার ইউনিয়ন ছিল ১৮টি । লোক সংখ্যা ১,৭৫,৯০০ জন, গ্রাম ২২৩টি, খানা ৩৫,৯০০,, চৌকিদার ১২২জন, দফাদার ৩২ জন ছিল ।

বলা বাহুল্য , সে সময়ের সারিয়াকান্দি থানা বগুড়া জেলার থানাসমূহের মধ্যে আয়তনে বড় ও পুলিশের সংখ্যা অন্যান্য থানা অপেক্ষা বেশি ছিল ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সারিয়াকান্দি থানা থেকে বালুয়া, দিগদাইড়, সোনাতলা ও জোড়গাছা এই চারটি ইউনিয়ন গাবতলী থানার সাথে যুক্ত হয় । অতঃপর কয়েকটি নতুন ইউনিয়নের সৃষ্টি করা হয় এবং বাংলাদেশ আমলে সোনাতলা নতুন থানা হলে মধুপুরও তেকানী চুবাইনগর নামে দুইটি ইউনিয়ন সারিয়াকান্দি থেকে কর্তন করা হয় । অবশিষ্ট ১৩টি ইউনিয়নসহ সারিয়া-কান্দি তার অতীত ঐতিহ্য নিয়ে সগৌরবে বাংলাদেশের একটি অন্যতম থানা হিসাবে বর্তমানে টিকে আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দির নামকরণঃ

আমার জানামতে সারিয়াকান্দির নামকরণের যথার্থ ইতিহাস আজও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি । এমনকি "সারিয়াকান্দি" শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থও জানা যায়নি। ইতিহাসের আলো যেখানে দুষ্প্রাপ্য সেখানে কিংবদন্তীর অন্ধকার পথে চলতেই হয় । কিংবদন্তী থেকে পাওয়া যায় সারিয়াকান্দি নামকরণের ইতিহাসের একাধিক ধারণা । ধারণাগুলির মধ্যে প্রথমঃ নীল কুঠির সাহেবরা নীল চাষ ও ব্যবসার জন্য সারিয়াকান্দিতে কুঠির স্থাপন করার পর থেকে তাদের নাম(অর্থাৎ সাহেব) অনুযায়ী সারিয়াকান্দিকে বলা হত 'সাহেবকান্দি' এবং তা পরবর্তীতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়ায় সারিয়াকান্দিতে ।

দ্বিতীয় ধারণাঃ বর্তমানের সারিয়াকান্দি পূর্বে ছিল বিরাট অরণ্য আর সে অরণ্যে থাকত বিরাট বিরাট বাঘ বা শের আর তা থেকে ঐ এলাকাকে বলা হত- 'শেরকান্দি' যা থেকে বর্তমানে সারিয়াকান্দি নামের উৎপত্তি হয় ।

তৃতীয়ঃ ধারণাটি হচ্ছে সারিয়াকান্দি সদর এলাকাটিতে অনেক মৃৎশিল্পের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়(যার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি) যারজন্য ঐ এলাকাকে বলা হত- 'কান্দাযান্দি' যা থেকে পরবর্তীকালে 'সারিয়াকান্দি' নামের উদ্ভব হয় ।

১৯৭৪ এবং ১৯৮১ সালের আদমশুমারীর আলোকে সারিয়াকান্দি থানা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট জনসংখ্যা		পুরুষ সংখ্যা		মহিলা সংখ্যা		আয়তন	'৭৪ থেকে '৮১ পর্যন্ত জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির হার	বিভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা			
										মুসলমান	হিন্দু	খৃস্টান	বৌদ্ধ
		১৯৭৪	১৯৮১	'৭৪	'৮১	'৭৪	'৮১	একরে	কম	বৃদ্ধি			
১।	চালুয়াবাড়ী	৬,৬৯২	৮,৪১৫	৩,৫১১	৪,৩৪৫	৩,১৮১	৪,০৭০	১৪,২৩৩·০৭	-	২৬%			
২।	পাকুল্লা	১৭,৪০১	১৭,৬৮৩	৮,১৮০	৮,১৯২	৮,৫০১	৮,৬৯১	৫,১৫৩·৫৩	-	২%			
৩।	হাটশেরপুর	১৪,২৯৪	১৪,৬০১	৭,৩৭০	৭,৩৭৯	৬,১২৪	৭,২২২	৬,৮১৬·৫০	-	২%			
৪।	কাজলা	৫,৩৩৮	১০,১৬৯	২,৮৫৩	৫,৮১১	২,৪৯৫	৫,১৫২	১৬,৫০১·৩৫	-	১০৬%			
৫।	সারিয়াকান্দি	২০,০৯০	১১,৮০১	১০,৪১৪	১০,১৩৪	১,৬৬৭	১,৬৭৫	৬,৩২৭·০৫	১%	-			
৬।	নারচী	১১,২৫৫	১৩,৭৯১	৫,৮৮৩	৭,০৮৮	৫,৩৭২	৬,৭০৩	৩,৮৮১·০৫	-	২৩%			
৭।	ফুলবাড়ি	১৭,২৫৬	২১,৪৭৪	৮,১৭২	৮,২৮৪	১০,৪০৫	৫,৮৭৫·৫০		-	২৪%			
৮।	তেলাবাড়ি	১,৪৩৪	১১,৫৩০	৪,১১৩	৬,০৭৩	৪,৫২৪	৫,৪৫৭	৩,৬৭৫·৫০	-	২২%			
৯।	কুতুবপুর	১৫,৬৭০	১৮,১৫০	৮,১১৩	১,৩০৩	৭,৫৫৭	৮,৮৪৭	৪,৮৩৬·৬৭	-	১৬%			
১০।	কার্নবাড়ী	১৬,৩৫৭	১৬,৮০২	৮,৫৪০	৮,৫৬৩	৭,৮১৭	৮,২৩১	১২,১২৮·০০	-	৩%			
১১।	চন্দন বাইশা	১২,১১৪	১৪,৫১০	৬,২১১	৭,৩৩৪	৫,৮১৫	৭,১৭৬	৩,১৮০·১২	-	১১%			
১২।	কামালপুর	১৬,৭৬৮	২০,০৬২	৮,৪৬১	১০,১৪১	৮,২০৭	১,১২১	৫,৩৩৬·৫২	-	২০%			
১৩।	বোহাইন	১৮,৩৪৮	১৫,০৩৪	১,৪০১	৭,৫৭৬	৮,৬৪৭	৭,৪৫৮	১৭,১৫৬·৩৫	-	২২%			
	মোট	১,৮১,০১৭	২,০২,৮৩০	১৩,৭১৮	১,০১০২৩	৮,১১১২	১৪৪৮৬	১,০৬৬৬৮৭১					

উৎসঃ সারিয়াকান্দি থানা কার্যালয় । প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাস নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা জন্ম হার নহে এবং দুই আদমশুমারীর মধ্যবর্তী সময়কালের জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ এবং ১৯৮১ সালের আদমশুমারীর আলোকে সারিয়াকান্দি থানাঃ

সারিয়াকান্দি থানার মোট আয়তন ১৬৯ বর্গমাইল । কিন্তু বাস্তবে ১১টি ইউনিয়নের উপর দিয়ে কমবেশি যমুনা এবং বাঙালী নদী প্রবাহিত হওয়ার দরুণ প্রায় ৫০ ভাগ এলাকা বসবাস এবং চাষাবাদ অযোগ্য , ফলে এর মূল ভূখন্ড দাঁড়ায় ৮৫ বর্গমাইলের মত ।

১৬৯ বর্গমাইল এলাকার বসবাসকারী জনসংখ্যা ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২,০২,৮২৪ জন, এতে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার হার (১২০০) বারশতের বেশি। কিন্তু ৫০% এলাকা বসবাস এবং চাষাবাদের অনুপযোগী হওয়ায় প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে (২৪০০) চব্বিশশতের মত । কাজেই সারিয়াকান্দি নিঃসন্দেহে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বলা যায় ।

এ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৯% অর্থাৎ মোট ২,০২,০২৪ জন লোকের মধ্যে পুরুষ ১,০৩,৮০৮ জন এবং মহিলা ৯৯,০১৬ জন । ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী এই জনসংখ্যা ছিল ১,৮১,০৯৭ আর ১৯৮১ সালে এই জনসংখ্যা ২,০২,৮২৪ তে পৌছাঁনোর ফলে দেখা যাচ্ছে দুই শুমারীর মধ্যে ২১,৭২৭ জনসংখ্যা বেড়েছে। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১২% এ দাঁড়ায় ।

সারিয়াকান্দি থানার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা খুবই কম । যেমন,- ২,০২,৮২৪ জনের মধ্যে ১,৯৬,২২২ জন মুসলমান, ৬,৫২৮ জন হিন্দু, ৭১ জন খৃস্টান, বৌদ্ধের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৩জন। অর্থাৎ ৯৭%-ই মুসলমান এবং বাকী ৩% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী । অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় এখানকার রাজনৈতিক অংগনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কোন প্রভাব বিস্তারের অবকাশ নেই । জনসংখ্যার ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এ থানার সব ইউ-নিয়নের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (জন্ম হার নহে) একরূপ নয় । কারণ যমুনা আশ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম । এমনকি কোন ইউনিয়নে জনসংখ্যাতো বাড়েইনি বরং আরও কমেছে । যেমন বোহাইল ইউনিয়নে প্রায় ২২% জনসংখ্যা কমেছে। সারিয়াকান্দি ইউনিয়নে ১% কমেছে । যমুনা আঞ্চলিক ইউনিয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-

পাকুল্যা ইউনিয়ন	২% বৃদ্ধি
হাটলেরপুর "	২% বৃদ্ধি
কর্ণিপাড়া "	৩% বৃদ্ধি
চন্দন বাইশা "	১১% বৃদ্ধি

চরাঞ্চলে দুইটি ইউনিয়নে উর্বর চাষাবাদযোগ্য জমি থাকায় জনসংখ্যা আকস্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

চালুয়াবাড়ীঃ সেখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬% ।

সবচাইতে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কাজলা ইউনিয়নে । যার বৃদ্ধির হার ১০৬% বাঁকী বীরাঞ্চলের ইউনিয়নগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা বেশি যেমন,

নারচী ইউনিয়নে	২৫%
তেলাবাড়ী "	২২%
কুতুবপুর "	১৬%
কমলপুর "	২০%

সারিয়াকান্দি থানাকে দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করলে উত্তরাঞ্চলের জনসংখ্যা হয় ৮৬,০১৫ এবং দক্ষিণ অঞ্চলের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৬,৭২১ জন । এতে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ৩০,৬৩৪ বেশি । কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, এই অঞ্চল ভিত্তিক বর্ধিষ্ণু সংখ্যা স্থানীয় রাজনীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক দিক থেকে সারিয়াকান্দিঃ

সারিয়াকান্দি থানা বগুড়া জেলার অন্তর্গত এবং বগুড়া জেলার সবচেয়ে পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ একটি থানা। এই থানার উত্তরে সোনাতলা থানা যা পূর্বে সারিয়াকান্দি থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণে ধনট থানা, পূর্বে জামালপুর জেলা, পশ্চিমে গাবতলী থানা।

এই থানা বগুড়া সদর থেকে প্রায় ২২ কি.মি. পূর্ব-উত্তর যমুনা ও বাঙালী নদীর তীরে অবস্থিত। এই থানার মোট আয়তন ১৬১ বর্গমাইল (১০৬৮১১'৭৭) একর। যার প্রায় ৫০ ভাগ যমুনা ও বাঙালী নদীগর্ভে।

উপজেলার প্রধান নদ-নদী দুইটি, ইউনিয়ন ১৩টি; মৌজা ১৩৪টি, গ্রাম ১১৪টি, খাসজমি ৪,৫৩৪'৪২ একর।

জাতীয় পর্যায়ে সারিয়াকান্দির স্থানঃ

একটি থানার পক্ষে জাতীয় পর্যায়ে কতটুকুই বা প্রভাব ফেলা সম্ভব। এই দিক থেকে বিচার করলে সারিয়াকান্দি আর অন্য দশটা থানা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যেমন,

(ক) রাজনৈতিক দিক থেকে অতীতের গুরুত্বঃ

অতীতে এই থানাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান জনাব রজিব উদ্দিন তরফদার। তিনি ১৯২২ সালে প্রজা আন্দোলনে গোড়াপত্তন করেন। ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ আন্দোলনে একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। জনাব তরফদার ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং গান্ধীজীর একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় বগুড়ার জমিদার নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরীর সংগে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন । তাঁর আন্দোলনমুখী কর্মকাকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলের রাজা ও জমিদারেরা তাঁর উপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । কিন্তু এই অকুতোভয় সৈনিক একটুও বিচলিত না হয়ে ১৯২৪ সালে আবার বৃটিশ বিরোধী স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন । আন্দোলন ও জনহিতকর কাজের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁকে "প্রজাবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন । তাঁর সুযোগ্য কন্যা হেমায়েত বেছা অসহযোগ আন্দোলনের মহিলা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন । স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও সারিয়াকান্দি অনন্য ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান :

বর্তমানেও সারিয়াকান্দি রাজনৈতিক কর্মকাকে পিছিয়ে নেই । ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগ ছাত্র সংগঠনের এক সময়ের বিপ্লবী সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান সারিয়াকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বর্তমানেও জাতীয় পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা ।

(খ) শিক্ষা-দীক্ষায় সারিয়াকান্দি:

শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে সারিয়াকান্দি খুবই উন্নত বলা যায় । কারণ এই থানায় জন্মগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই আছেন প্রায় ১২ জন ও ডক্টরেট ডিগ্রীধারী আছেন প্রায় ৪ জন । এছাড়া ডাওার, প্রকৌশলীর সংখ্যাও যথেষ্ট । শিক্ষিতের হার প্রায় ৩০% । চাকুরীজীবীর সংখ্যা অন্যান্য থানার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ।

মিশর যেমন নীল নদের দান । আমার মনে হয়, সারিয়াকান্দি থানা তেমনি যমুনা নদীর দান । পার্থক্য এতটুকু যে, নীল নদের পানি উপহার দিত উর্বর জমি আর যমুনা দেয় সম্পদ হারার শোক যে শোক তাদের শক্তি যোগায় টিকে থাকার সংগ্রামের । যাকে সৌভাগ্যের চাবি হিসেবে বর্ণনা করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্যে সারিয়াকান্দি:

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে সারিয়াকান্দি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উত্তর বংগের প্রধান পাট ব্যবসা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সারিয়াকান্দি অন্যতম। এছাড়া জলপথে উত্তরাঞ্চলের প্রায় পাট সারিয়াকান্দির বিভিন্ন ঘাট দিয়ে পূর্বে দিকে আসে। সারিয়াকান্দিতে প্রচুর মরিচ ও গোল আলু উৎপন্ন হওয়ায় মরিচ, গোল আলুর ব্যবসার জন্য সারিয়াকান্দি বগুড়া জেলায় অদ্বিতীয়।

বাসগৃহ :

এই উপজেলায় কিছুদিন পূর্বে সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ৮টি ইউনিয়ন কমবেশি যমুনা ও বাঙালী নদী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় সেই সমস্ত বাড়ি ঘরের অবস্থা খুবই নাজুক এবং তারা প্রায়ই ওয়াপদা বাঁধে মাথাগুজে আছে। এই বাড়ি ঘরের অধিকাংশই বাঁশ ও খড়ের তৈরি। বাঁকিগুলো টিন ও কাঠ এবং বাঁশ দ্বারা নির্মিত। আর বিরাঞ্চলে কিছু কিছু ইটের বাড়িসহ প্রায়ই বড় বড় টিনের ঘর বাড়ি চোখে পড়ে যা অতীতের সুখময় ঐতিহ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

যোগাযোগ ও হাট-বাজারের অবস্থা:

জেলা শহরের সাথে উপজেলা হওয়ার পর মোটামুটি স্থল পথে যোগাযোগ ভালই ছিল। কিন্তু উপর্যুপরি '৮৬ ও '৮৮'র বন্যার ফলে যোগাযোগ খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে আবার স্বাভাবিককরণের প্রক্রিয়া দ্রুত চলছে।

দ্বিতীয়তঃ থানার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বি ওয়াপদা বাঁধ থাকার ফলে থানার অভ্যন্তরিণ যোগাযোগ কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু সব ইউনিয়নের সাথে এখনও তত ভাল যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। এছাড়া চরাঞ্চলের সাথে যোগা-যোগ অত্যন্ত খারাপ।

Dhaka University Institutional Repository

হাট-বাজার:

এখানকার বড় ধরণের ক্রয়-বিক্রয় সবই প্রায় বগুড়া জেলা শহরের হয়ে থাকে। তাছাড়া হাটশেরপুর, সারিয়াকান্দি বাজারসহ এ থানার প্রায় ১৯টি হাট ও ৮টি বাজার রয়েছে ।

ভূমি ও কৃষি :

এই থানার মোট ভূমির পরিমাণ ১,০৬,৮৯১·৭৭ একরের মধ্যে মাত্র ৪২,৯২০·০৫ একর চাষাবাদযোগ্য । তন্মধ্যে একফসলী ১০,৮৭৭·০০ একর, দু'ফসলী ২৫,৩৯৪·০০ একর, তিন ফসলী ৬,৬৪৯·০০ এবং সেচকৃত ফসলী ভূমি ৩০,৭৫০·০০ একর ।

সারিয়াকান্দিতে উৎপন্ন ফসলসমূহের বিবরণ:

সারিয়াকান্দি কৃষি প্রধান থানা, এখানকার প্রধান শস্য ধান ও পাট তবে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর মরিচের চাষ হয়, যে মরিচ 'বগুড়ার মরিচ হিসাবে প্রায় দেশবিখ্যাত ।' এছাড়াও গোল আলু, মিষ্টি আলু, শরিষা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে । অন্যান্য ফসলও কম-বেশি কিছু কিছু হয়ে থাকে । অতি সম্প্রতি চরাঞ্চলে প্রচুর বাদাম চাষ হচ্ছে যা এ থানার অধিকাংশ চাষীর জন্য বিরাট আশার আলো বলা চলে ।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে সারিয়াকান্দি থানা

১।	আয়তন	১,০৬,৬৬৮·৭৯
২।	ইউনিয়ন	১৩টি
৩।	মৌজা	১৩৪টি
৪।	গ্রাম	১১৪টি
৫।	লোক সংখ্যা পুরুষ	১,০৩,০০৮জন
	মহিলা	৯৯,০১৬জন
		২,০২,৩২৪জন
৬।	খানার সংখ্যা	৩৮,৪৩২
৭।	মোট আবাদী জমি	৪১,৫০০একর
৮।	একফসলী জমি	৫,৮৫০ "
৯।	দু'ফসলী জমি	২৪,৬০০ "
১০।	তিনফসলী জমি	১১,০৫০ "
১১।	সেচকৃত "	৩২,০০০ "
১২।	পাওয়ার পাম্প	১১৯টি
১৩।	গভীর নলকূপ	৩৬টি
১৪।	অগভীর নলকূপ	৬৪৮টি
১৫।	পাকা রাস্তা	৪½ মাইল
১৬।	আধা পাকা রাস্তা	২ "
১৭।	হাসপাতাল	১টি
১৮।	কাঁচা রাস্তা	৩২২টি
১৯।	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার	৫টি
২০।	পরিবার পরিকল্পনা	১০টি
২১।	ব্যাংক	৪টি
২২।	পোষ্ট অফিস	১০টি
২৩।	সরকারী অফিস	১০টি
২৪।	বেসরকারী অফিস	৮টি
২৫।	হাট	১১টি
২৬।	বাজার	৮টি
২৭।	মসজিদ	৩৪০টি
২৮।	ক্লাব	১টি
২৯।	বিত্তহীন সমবায় সমিতি	৮২টি
৩০।	রিক্সা " "	১টি
৩১।	ইউনিয়ন " "	১০টি
৩২।	কৃষি " "	১৪১টি
৩৩।	মৎস্য " "	৮টি
৩৪।	মহিলা " "	১৫টি
৩৫।	সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	১০টি
৩৬।	বেসরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	১২টি
৩৭।	ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	২টি
৩৮।	উচ্চ বিদ্যালয়(বালক)	১২টি
৩৯।	উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা)	২টি
৪০।	মহাবিদ্যালয়	২টি
৪১।	মাদ্রাসা	১১টি

সূত্রঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার,
সারিয়াকান্দি উপজেলা।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি বন্দরঃ

সারিয়াকান্দি বন্দরের পূর্বে যমুনা এবং ওয়াপদা বাঁধ ও পশ্চিমে বাঙালী নদী অবস্থিত । এখানকার দর্শনীয় বলতে রয়েছে বন্দরের উপরেই নীলকুঠি সাহেবদের কুঠিবাড়ী এবং প্রাচীন দালান কোঠার মধ্যে আছে দুইটি ঘর যার একটি বর্তমানে ব্যাংকের কার্যালয় ও অপরটি বাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । তাছাড়া একটি কলেজ যা দেখতে মোটামুটি সুন্দর । ১টি করে সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, ১টি করে মাদ্রাসা, মসজিদ এবং বাজার ও হাট রয়েছে । থানার সরকারী অফিস আদালতের কথাতো বলার অপেক্ষা রাখে না । এ নিয়েই বর্তমানের সারিয়াকান্দি থানা বন্দর ।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সারিয়াকান্দিঃ

দেশ	.....	বাংলাদেশ
বিভাগ	.....	রাজশাহী
জেলা	.....	বগুড়া
থানা	.....	সারিয়াকান্দি
ইউনিয়ন	.....	চালুয়াবাড়ি, পাকুল্লা, হাটশেরপুর, কাজলা, সারিয়াকন্দি, মারচী, ফুলবাড়ি, কুতুবপুর, কর্ণিবাড়ি, চন্দন বাইশা, কামালপুর, বোহাইল ।

সারিয়াকান্দি বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার অন্তর্গত একটি থানা।

স্থানীয় পরিষদসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

স্থানীয় পরিষদসমূহের মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে পল্লী পরিষদ বা গ্রাম সরকার যা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে । এখনও এর গঠন কাঠামো চূড়ান্তভাবে জানা যায়নি ।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদঃ

বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান ও নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা সদস্য নিয়ে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত, এই প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন করে এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান সরাসরি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা সদস্য সহ মোট ১১জন সদস্য নিয়ে এই ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

চেয়ারম্যানের হাতে ইউনিয়নের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে এবং তিনিই ইউনিয়ন পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করেন। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকলাপের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পাঁচশত এবং সদস্যগণ তিনশত টাকা হারে মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো

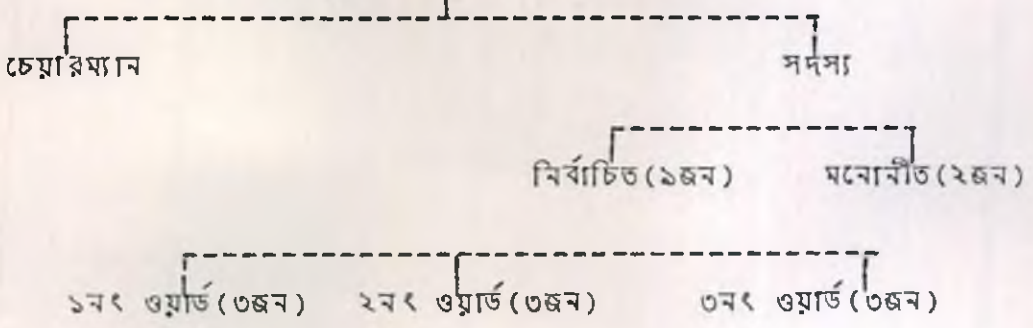

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ও ভূমিকা ব্যাপক এবং বহুমুখী। যেমন,—

১। উন্নয়নমূলক কাজ অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট, সেতু। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা, পাঠাগার ও গ্রামীণ কুটির শিল্প স্থাপন, জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রেশন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

২। কৃষি সংক্রান্ত ।

৩। রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ ।

৪। শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ ।

৫। বিচার সংক্রান্ত কাজ ।

৬। সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ।

৭। সেবামূলক কাজ ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থানীয় সরকার ও সালিয়াকান্দি থানার ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

১। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদঃ "নতুন থানা প্রশাসনঃ একটি পর্যালোচনা", দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি ।

২। সাপ্তাহিক বিচিত্রা সংখ্যা, ৪ই মে,৮৪, পৃঃ ২১ ।

৩। অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদ — "প্রশাসনিক পুনর্গঠনঃ কিছু বক্তব্য, কিছু সুপারিশ।"

* উপরোক্ত তথ্যের উৎসঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনের প্রতিবেদন [ ] সারসংক্ষেপ

ও

"দৈনিক সংবাদ" ইং তারিখ ২০-১০-৯২

শিরোনামঃ গ্রাম সভা থাকছে না, "স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুমোদন।"

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিঃ

কোন সমাজে নেতৃত্বের ধরণ ও প্রকৃতি বা নেতৃবর্গকে নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্রথমেই তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি জানা প্রয়োজন । তাই এই অধ্যায়ে আমরা নেতৃবৃন্দের শিক্ষা, বয়স, পেশা, জমির মালিকানা, বার্ষিক আয় এবং অন্যান্য দিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করব ।

শিক্ষা

এলিট পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । অতএব গ্রামীণ এলিটদের নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্রথমেই জানা দরকার এলিটদের শিক্ষা-দীক্ষার সার্বিক অবস্থা । কাজেই সারিয়াকান্দি থানার নেতৃত্বের চরিত্র ও প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ প্রথমেই শুরু করা হল শিক্ষার প্রেক্ষিতে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতাদের তথ্য অনুসন্ধান, বন্টন ও বিশ্লেষণ । পরের পৃষ্ঠার ১নং সারণীর মাধ্যমে এ বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং-১

শিক্ষার ভিত্তিতে এলিটদের বন্টন

এলিটদের ধরণ	রাজনৈতিক এলিটদের শিক্ষা					
	৩য় শ্রেণীর উপর	৫ম শ্রেণীর উপর	এস, এস, সি	এইচ, এস, সি	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	মোট
১ম নির্বাচন	০	৪ (৩০.৭৬) %	২ (১৫.৩৮) %	৩ (২৩.৭) %	৪ (৩০.৭৫) %	১৩ (১০০%)
২য় নির্বাচন	৭০ (৪৮.৭৫) %	৪৮ (৩৩.৩৭) %	১৮ (১২.৫১) %	৭ (৪.১০) %	০	১৪৩ (১০০%)
মোট	৭০ (৪৪.৮৮) %	৫২ (৩৩.৩৩) %	২০ (১২.৮২) %	১০ (৬.৪১) %	৪ (২.৫৬) %	১৫৬ (১০০%)
১ম নির্বাচন	০	২ (১৮.১৮) %	২ (১৮.১৮) %	৩ (২৭.২৭) %	৪ (৩৬.৩৬) %	১১ (১০০%)
২য় নির্বাচন	৪৬ (৪৬.৪৬)	২৯ (২৯.২৯)	১১ (১১.১১)	৫ (৫.০৫)	০	৯৯
মোট	৪৬ (৪১.৮১) %	৩১ (২৮.১৮) %	২১ (১৯.০৭) %	৮ (৭.২৭) %	৪ (৩.৬৩) %	১১০
১ম ও ২য় নির্বাচনের মোট এলিট	১১৬	৮৩	৪১	১৮	৮	২৬৬

১নং সারণীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে উভয় নির্বাচনের চেয়ারম্যানদের ভিতরে সর্বনিম্ন

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা হল ৫ম শ্রেণী । আর সর্বোচ্চ শিক্ষা স্নাতকোত্তর । এবং সদস্যদের ভিতর অধিকাংশের লেখাপড়া ৩য় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত । তবে ১ম নির্বাচনের যে হারে স্বল্প শিক্ষিত (অর্থাৎ ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) এলিটের আগমন ঘটে । ২য় নির্বাচনে সেখানে স্বল্প শিক্ষিতের হার হ্রাস পেয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিত বা তার উপরের প্রতিনিধিদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায় । ১ম নির্বাচনে মোট ১৫৬ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে এস,এস,সি এবং তদূর্ধ শ্রেণী পাশ করা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪ জন (২২%) । ২য় নির্বাচনের মোট ১১০ জনের মধ্যে এস,এস,সি বা তদূর্ধ শ্রেণী পাশ প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৩জন (৩০%)। যাহোক ১ম নির্বাচনের চেয়ে ২য় নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেলেও উভয় নির্বাচনে স্বল্প শিক্ষিতের হার অনেক বেশি যেমন, ১ম নির্বাচনে স্বল্প শিক্ষিতের হার শতকরা ৭৮ ভাগ,২য় নির্বাচনে ৭০ ভাগ । অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় , সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্ব আসে স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে । তবে সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষার হার ১৯৭৪ এর সেন্সাস অনুযায়ী ২২% হওয়া সত্ত্বেও সারিয়াকান্দি থানার একটি লক্ষ্যণীয় দিক এই যে, এখানে নেতাদের ভিতর কোন নিরক্ষর লোক নেই ।

বয়স :

বয়স নির্ধারণ করা যে কোন এলিট গবেষণার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন । কারণ বয়জ্যেষ্ঠ লোক দ্বারা যদি কোন সংগঠন পরিচালিত হয় তবে সেই সংগঠন সমাজের উঠতি জনগণের আশা-আকাংখা মেটাতে সক্ষম হয় না । [১] আর যদি কোন সংগঠনের নেতৃত্ব তরুণদের দিক থেকে আসে তবে সে নেতৃত্ব হয় বিপ্লবাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে । সেজন্য দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রভাব বেশি । বাংলাদেশের মত একটি রূপান্তরিত ও উন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থায়ও পল্লী এলিটদের অধিকাংশই মধ্যবয়স্ক । [২] এখন ২নং সারণীর মাধ্যমে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের বয়সের ধরণ তুলে ধরা হল ।

Dhaka University Institutional Repository

২নং সারণী

বয়সানুযায়ী এলিটগণের শ্রেণীভেদ (বাৎসরিকভাবে বয়স):

	বৎসরের ভিত্তিতে বয়স			
প্রার্থীর ধরণ	৩০ এর নিচে	৩০-৪৫	৪৫-৬০	মোট
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	--	৪ (৩০.৭৬%)	৯ (৬৯.২৩%)	১৩
মেম্বর	১৩ (৯.০৯%)	৬২ (৪৩.৩৫%)	৮১ (৫৬.৬৪%)	১৪৩
মোট	১৩ (৮.৩৩%)	৬৬ (৪২.৩০%)	৯০ (৫৭.৬৯%)	১৫৬
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	২ (১৮.১৮%)	৩ (২৭.২৭%)	৬ (৫৪.৫৪%)	১১
মেম্বর	৫ (৫.০৫%)	৫০ (৫০.৫০%)	৪৪ (৪৪.৪৪%)	৯৯
মোট	৭ (৬.৬৩%)	৫৩ (৪৮.১৮%)	৫০ (৪৫.৪৫%)	১১০

২নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৩০ বৎসরের নিচের বয়সের এলিটদের সংখ্যা খুব কম এবং ৬০ এর উপরের বয়সের কোন এলিট নেই ।

১ম নির্বাচনের তুলনায় ২য় নির্বাচনে আরও দেখা যাচ্ছে ৩০ এর নিচে এবং

Dhaka University Institutional Repository

৪৫ এর উপরের এলিট সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমে গিয়ে ৩০ থেকে ৪৫ এর মধ্যের বয়স্ক প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে প্রাপ্ত বয়স্ক , পরিপক্ক এবং সক্ষম ব্যক্তিগণই প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করছেন । পাশাপাশি কমছে অল্প বয়স্ক ও অধিক বয়স্কের সংখ্যা । ২নং সারণীর মাধ্যমে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পল্লী এলাকার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে মধ্যবয়সী (৩০-৪৫) এলিটদের দ্বারা । যা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি শুভ লক্ষণ বলা যায় ।

পেশা :

এলিট গবেষণায় পেশা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে । যেমন,- সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারণে পেশা একটি মানদন্ড । সুতরাং এলিটদের পেশাগত যোগ্যতা বিচার করা প্রয়োজন । [৩] দ্বিতীয়তঃ পেশার মাধ্যমে একটি মানুষের ব্যক্তি চরিত্র জানা সহজ হয় । যেমন,- শিক্ষক,কৃষক, ডাক্তারেরা সাধারণতঃ সহজ, সরল, নির্মল চরিত্রের অধিকারী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা সাধারণত হয় চালাক-চতুর।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - নং - ৩
পেশার ভিত্তিতে এলিটদের বিভক্তিকরণ

প্রার্থীর ধরণ	পেশা				
	শুধু কৃষি	কৃষি ও ব্যবসা	কৃষি ও অন্যান্য	সাংসারিক কাজ	মোট
১ম নির্বাচন					
চেয়ারম্যান	৬	৩	৪	---	১৩
	(৪৬·১৫%)	(২৩·০৭%)	(৩০·৭৬%)	---	--
মেম্বর	৭২	১২	৩৩	২৬	১৪৩
	(৫০·৩৪%)	(৮·৩৯%)	(২৩·০২%)	(১৮·১৮%)	
মোট	৭৮	১৫	৩৭	২৬	১০৬
	(৫০ %)	(৯·৬১%)	(২৩·৭১%)	(১৬·৬৬%)	
২য় নির্বাচন					
চেয়ারম্যান	৬	১	৪	০	১১
	(৫৪·৫৪%)	(৯·০৯%)	(৩৬·৩৬%)	---	--
মেম্বর	৬৭	১৩	১৭	২	১১
	(৬৭·৬৭%)	(১৩·১৩%)	(১৭·১৭%)	(২·০২%)	
মোট	৭৩	১৪	২১	২	১১০
	(৬৬·৩৬%)	(১২·৭২%)	(১১·০১%)	(১·৮১%)	

(এ প্রবন্ধে কৃষি বলতে বুঝান হয়েছে শুধু কৃষিকার্যে যারা নিয়োজিত । এবং কৃষি ও ব্যবসা বলতে কৃষির সংগে যারা অন্যান্য ব্যবসা করে এবং অন্যান্য বলতে কৃষির সংগে ডাওশারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশার সংগে যারা জড়িত তাদেরকে বুঝান হয়েছে)।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জনগণের প্রধান পেশা হল কৃষি, কিন্তু ৩ নং সারণীতে - দেখা যাচ্ছে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের পেশা শুধু কৃষিই নয় । ব্যবসা ও অন্যান্য পেশা যেমন,- শিক্ষকতা, ডাওশারী, দলিল লেখক ইত্যাদি পেশার লোকও যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে । ৩নং সারণীতে ১ম নির্বাচনে শুধু কৃষিজীবি এলিট ছিল ৫০% কিন্তু ২য় নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে কৃষি এবং অন্যান্য পেশার এলিটের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে শুধু কৃষি-জীবি এলিটের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । এরমধ্যে এটাই ফুটে উঠেছে যে, বর্তমানে অন্যান্য পেশার অবস্থা খুব ভাল নয় । পাশাপাশি শুধু কৃষকদের অবস্থা বর্তমানে একটু ভাল এবং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় , ১ম নির্বাচনে ২৬ জন এলিটের পেশা ছিল সাংসারিক কাজ । কিন্তু ২য় নির্বাচনে এ পেশার অধিকারী মাত্র ২ জন ।কারণ, এ পেশার সবাই হচ্ছেন মহিলা, আর ১ম নির্বাচনের সময় প্রতি ইউনিয়ন থেকে দু'জন করে মহিলাকে মনোনীত সদস্য করা হয়েছিল । কিন্তু ২য় নির্বাচনের পর এবং গবেষণার ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় পর্যন্ত কোন মনোনীত মহিলা সদস্য ছিল না । যে কারণে তাদের সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পায় । অতএব গ্রাম বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলা সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য ১ম নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সদস্যপদ সংরক্ষণ করার ব্যব-স্থাটি ছিল অত্যন্ত যথোপযুক্ত ও কার্যকরী । যার অভাব ২য় নির্বাচনের পর তীব্রভাবে অনুভূত হয় ।

৩নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে, যারা ব্যবসা, সাংসারিক কাজ বা অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত তারাও কৃষি কাজ করে এবং তাদেরও জমিজমা আছে । সুতরাং পল্লী অঞ্চলে যাদের জমিজমা বেশি আছে তারাই প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলো তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন । সাধারণত যারা 'নব এলিট' তারা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত এলিটদের আদেশ নির্দেশ মেনে চলে :[৪] এখানে অধ্যাপক নিকোলাসের কথাই মনে হয় যে, পল্লী অঞ্চলে সম্পদের উপর যাদের নিয়ন্ত্রণ আছে তাদের অন্যান্য মানুষের উপর প্রভাব থাকে । এই প্রভাবটাই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।[৫]

জমির মালিকানাঃ

জমির মালিকানা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয়ে ধারণা থাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন যে, সারিয়াকান্দি একটি নদীবহুল এলাকা, এর প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের বেশি জমি যমুনা ও বাঙালী নদীর গর্ভে বিলীন। কাজেই এই থানার গড় আবাদী জমির পরিমাণ খুব অল্প এবং অধিকাংশ জনতাই ভূমিহীন কৃষক। কৃষি জমির স্বল্পতা সত্ত্বেও এলিটদের পেশা বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে জানা গেছে যে সারিয়াকান্দি থানা নেতৃবৃন্দের প্রধান পেশা কৃষি আর কৃষির মূল উপকরণ জমি। অতএব এলিটদের জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এবং অধিকাংশ জনগণই সম্পত্তিহীন। [৬]

সারণী-৪

জমির মালিকানার ভিত্তিতে এলিটদের বিভক্তিকরণ

এলিটদের ধরণ	এলিটদের সংখ্যা	জমির পরিমাণ একর				
		০-২·০০	২·০১-৫·০০	৫·০১-৯	৯·০১-১৪·০০	১৪ এর উপরে
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	১৩	-	২ (১৫%)	৩ (২৩%)	৫ (৩১%)	৩ (৩১%)
সদস্য	১৪৩	৪৬ (৩২%)	৪৫ (৩১%)	৭ (৫%)	১৭ (১২%)	২৮ (২০%)
মোট	১৫৬	৪৬ (২৯%)	৪৭ (৩০%)	১০ (৫%)	২১ (১৩%)	৩২ (২১%)
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	১১	-	-	২ (১৮%)	৩ (২৭%)	৬ (৫৫%)
সদস্য	৯৯	২৮ (২৮%)	১২ (১২%)	২৫ (২৫%)	১৩ (১৩%)	২১ (২১%)
মোট	১১০	২৮ (২৬%)	১২ (১১%)	২৭ (২৫%)	১৬ (১৫%)	২৭ (২৫%)

৪নং সারণীতে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের জমির পরিমাণের যে ধারণা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় সময়ের চেয়ারম্যানদের কাহারো

Dhaka University Institutional Repository

জমির পরিমাণ দুই একরের নিচে নাই, পাশাপাশি বেশিরভাগ সদস্যদের জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ একর এবং ১ম নির্বাচনেরএলিটদের শতকরা ২১ ভাগের ভূমির পরিমাণ ২ একরের মধ্যে । এবং ৩০ ভাগের ৫ একরের মধ্যে । সেখানে ২য় নির্বাচনে শতকরা ২৬ ভাগ ও শতকরা ১১ ভাগ এলিটদের ভূমির পরিমাণ যথাক্রমে ২ ও ৫ একরের মধ্যে । অতএব একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ১ম নির্বাচনের চেয়ে ২য় নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা বেশি সম্পত্তির অধিকারীদের আগমন ঘটেছে । অর্থাৎ তারা ধনী কৃষকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । তাদের জমি জমা সাধারণ জনগণের চেয়ে অনেক বেশি । সুতরাং যাদের জমি বেশি তারাই পল্লী অঞ্চলে প্রভাবশালী এবং তারাই পল্লী অঞ্চলের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে । এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, উভয় নির্বাচনে সম্পত্তির দিক থেকে এলিটদের মধ্যে তেমন কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। [৭]

বার্ষিক আয় :

সারিয়াকান্দি থানার এলিটদের পেশা বিষয়ক আলোচনায় দেখা গেছে যে, এলিটদের প্রধান পেশাগুলি হচ্ছে কৃষি, কৃষি-ব্যবসা ও অন্যান্য । আর গ্রামীণ এলিটদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা সাধারণ জনতার চেয়ে বেশি আয় সম্পন্ন মানুষ। কাজেই এলিটদের বার্ষিক আয়ের ধরণ নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫
আয় অনুসারে এলিটদের শ্রেণীভেদ

এলিটদের ধরণ	এলিটদের সংখ্যা	টাকা আকারে বার্ষিক আয়				
		৪---- ১১১১১	১২---- ১৯৯৯৯	২০---- ২৭৯৯৯	২৮---- ৩৯৯৯৯	৪০এর উপরে
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	১৩	--	--	২ (১৫%)	৪ (৩১%)	৭ (৫৪%)
মেম্বর	১৪৩	--	১০৮ (৭৬%)	২২ (১৫%)	১৩ (৯%)	-- ---
মোট	১৫৬	--	১০৮ (৬৯%)	২৪ (১৫%)	১৭ (১১%)	৭ (৪%)
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	১১	১ (৯%)	১ (৯%)	২ (১৮%)	২ (১৮%)	৫ (৪৫%)
মেম্বর	৯৯	৪৪ (৪৪%)	৩১ (৩১%)	১৮ (১৮%)	৬ (৬%)	০ (০%)
মোট	১১০	৪৫ (৪১%)	৩২ (২৯%)	২০ (১৮%)	৮ (৭%)	৫ (৪%)

৫নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় সময়ের চেয়ারম্যানদের মধ্যে মাত্র ১ জনের আয় ৪ হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকার মধ্যে আর শতকরা ৭৫ ভাগের বার্ষিক আয় ২৮ হাজারের উর্ধে । পাশাপাশি যুব সামান্য সংখ্যক সদস্য এলিটের বাৎসরিক আয় ২৮ হাজার টাকার উর্ধে । এবং প্রায় মোট এলিটের শতকরা ৬১ ভাগের বার্ষিক আয় ৪ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে । উভয় নির্বাচনেই এলিটদের আয়ের তেমন তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না । এর মাধ্যমে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে,সারিয়াকান্দি

Dhaka University Institutional Repository

থানাবাসীর আয়ের অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয় । আর এলিটরা এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । কারণ এলিটগণই হচ্ছেন সাধারণত তাদের নিজস্ব এলাকায় বেশি আয় সম্পন্ন মানুষ ।

সামাজিক শ্রেণীঃ

বাংলাদেশে সাধারণত তীব্র সামাজিক শ্রেণী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না । তবে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এখানে কিছু কিছু শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী বিভাগ থেকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র । যেমন,- এরিস্টটল মানুষের শ্রেণী-বিভাগ করেছেন জন্মগত প্রজ্ঞার ভিত্তিতে । প্রজ্ঞাবানরা প্রভু আর প্রজ্ঞাহীনরা দাস । মার্কস-বাদীরা ভাগ করেছেন শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পপতিরা বুর্জোয়া এবং শ্রমজীবিরা প্রলে-তারিয়েত । আর সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজস্থ মানুষদের ভাগ করেছেন উচ্চ শ্রেণী, উচ্চ মধ্য-বিত্ত শ্রেণী, নিম্নশ্রেণী ইত্যাদি । অতএব এলিট গবেষণার জন্য শ্রেণী বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। ৬নং সারণীতে সারিয়াকান্দি থানার এলিটদের সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তিতে বন্টন করা হল ।

সারণী নং-৬

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে এলিটদের বর্ণনা

এলিটদের ধরণ	সামাজিক শ্রেণী					
	উচ্চশ্রেণী	উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী	মধ্যবিত্ত শ্রেণী	নিম্নশ্রেণী	কোন শ্রেণীই নয়	মোট
১মনির্বাচন চেয়ারম্যান	০	১ (৮%)	১২ (৯২%)	০	০	১৩
মেম্বর	০	০	১১৪ (৮০%)	২৯ (২০%)	-	১৪৩
মোট	[illegible]	১(৬৪%)	১২৬ (৮০.৭৬%)	২৯(১৮%)		১৫৬
২য়নির্বাচন চেয়ারম্যান		- (৯%)	১০ (৯০%)	০ -	০ -	১১
মেম্বর		০	৯০(৯১%)	৭(৭%)	(২%)	৯৯
		১(৯০%)	(১০০(৯০.৯%)	৭(৬.৩৬%)	২ (১.৮১%)	১১০

Dhaka University Institutional Repository

৬নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় নির্বাচনেই উচ্চশ্রেণীভুক্ত কোন এলিট নেই এবং উভয় সময়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে মনে হয় গ্রামীণ সামাজিক ক্রমবিকাশের অতীত ধারাটি প্রবলভাবে বিদ্যমান। (অর্থাৎ মধ্যবিত্তের প্রাধান্য)। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ২য় নির্বাচন সামান্য হলেও (দুইজন অর্থাৎ ২%) কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন প্রতিনিধি এসেছে যা একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করছে বলা যায়।

গ্রামীণ সমাজে আবহমান কাল থেকে আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়, যা সারণীতে আনা সম্ভব হয়নি। সেইটি হল প্রায় গ্রামেই দেখা যায় দু'একটি করে এমন পরিবার আছে, যারা বংশ, শিক্ষা, জমি জমা, টাকা-পয়সা ইত্যাদির দিক থেকে ঐ গ্রামের অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী পরিবার। যাদেরকে গ্রামের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, তারাও গ্রামের মধ্যে নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণী মনে করে। অনেক সময় এই পরিবার-গুলির মধ্যে থেকেই ঘুরে ফিরে গ্রামীণ এলিটদের আবির্ভাব ঘটে। এবং গ্রামীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিও থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে।

এলিটদের কমিউনিটি সমস্যাঃ

পূর্বের আলোচনাগুলির মাধ্যমে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ এলিটগণ গ্রামের অপেক্ষাকৃত ভাল আয় সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। তদুপরি তারা দেশের সার্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কারণে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ ও সমস্যামুক্ত হতে পারে না। আর সেই সমস্যা অনেক সময় তাদের জীবনে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন একজন অর্থ সংকটাপন্ন মানুষ অতি সহজে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে তেমনি আবার একজন সুজন মানুষ হতে পারে উদার ও ন্যায়পরায়ণ। কাজেই এলিট গবেষণা করতে হলে তাদের মেজাজ মর্জি অবগত হওয়ার জন্য অবশ্যই তাদের কমিউনিটি সমস্যা সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৭
এলিটদের কমিউনিটি সমস্যার প্রতিবেদন

	১ম নির্বাচন			২য় নির্বাচন		
সমস্যা	পুরুষ ১৩০	মহিলা ২৬	সর্বমোট ১৫৬ (১০০%)	পুরুষ ১০৮	মহিলা ২	সর্বমোট ১১০ (১০০%)
অন্ন	৭৫	১৫	৯০ (৫৮%)	৭০	১	৭১ (৬৫%)
বস্ত্র	৪০	৫	৪৫ (২৯%)	৪০	১	৪১ (৩৭%)
চিকিৎসা	৭০	১২	৮২ (৫৩%)	৫৮	২	৬০ (৫৫%)
শিক্ষা	৬৫	১৫	৮০ (৫১%)	৫৩	২	৫৫ (৫০%)
কৃষি সামগ্রী	৬৫		৬৫ (৪২%)	৫০	২	৫২ (৪৮%)

৭নং সারণীতে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের কমিউনিটি সমস্যার প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে সমস্যার ব্যাপকতা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ বাংলাদেশ পৃথিবী নামক গ্রহের সবচেয়ে গরীব দেশগুলির একটি। আর এলিটদের এই সমস্যাগুলো তাদের অধিকাংশের চারিত্রিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি পরায়ণতার এক বড় উৎস এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রামীণ প্রতিনিধিদের ধারণাঃ

ধারণা-১ পরিবার পরিকল্পনাঃ

এরিস্টটলের আদর্শ রাষ্ট্র, জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে একটি পরমকারণবাদী মাপকাঠি দিয়ে। যে-কোন একটি পরিমান হলেই চলবে না, একটি বিরাট জনসংখ্যা সরকারের জন্য অসুবিধাই সৃষ্টি করে মাত্র রাষ্ট্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যতদূর আবশ্যক ও উপযোগী জনসংখ্যা ততদূর হওয়া উচিত।[৮] অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন বেশি হবে না যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র অক্ষম । অন্যদিকে জনসংখ্যা এত কমও হবে না যাতে প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় জনশক্তির অভাব ঘটে । এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি রাষ্ট্রের কাম্য জনসংখ্যার কথাই বলেছেন । কিন্তু বর্তমানে ৩য় বিশ্বে সবচেয়ে জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা । এ জটিল সমস্যার সমাধান করা সরকারের একারপক্ষে সম্ভব নয় । এজন্য এগিয়ে আসতে হবে আপামর জনসাধারণকে । অতএব এখন অনুসন্ধান করে দেখা যাক এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিট-গণের মতামত কি ?

সারণী-১

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এলিটদের ধারণার খতিয়ান

এলিটদের ধরণ	পরিবার পরিকল্পনা সমর্থনকারী	পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন না	মোট
১ম নির্বাচন			
চেয়ারম্যান-	১৩ (১০০%)	০	১৩
মেম্বর-	১৩৮ (৯৭%)	৫ (৪%)	১৪৩
মোট	১৫১ (৯৭%)	৫ (৩%)	১৫৬
২য় নির্বাচন			
চেয়ারম্যান-	১১ (১০০%)	০	১১
মেম্বর-	৯৮ (৯৯%)	১ (১%)	৯৯
মোট	১০৯ (৯৯%)	১ (১%)	১১০

১নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উভয় নির্বাচনের চেয়ারম্যান এলিটগণ সবাই পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন। মেম্বরদের ভিতরে পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন না এমন প্রতিনিধির সংখ্যাও যৎসামান্য ।

Dhaka University Institutional Repository

১ম নির্বাচনের তুলনায় ২য় নির্বাচনে পরিবার পরিকল্পনা সমর্থনকারীর সংখ্যা আরও বেশি । অর্থাৎ ১ম নির্বাচনে পরিবার পরিকল্পনা সমর্থনকারীর সংখ্যা ছিল শতকরা ১৭%, ২য় নির্বাচনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ ভাগে ।

জাতির এই মহা সংকটকালে যখন গ্রামীণ জনগণকে দ্রুত এ বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন এবং সরকারী প্রয়াস যখন কাংখিত ফললাভে ব্যর্থ হচ্ছে, ঠিক তখনই সারিয়াকান্দি থানার এলিটদের এই গঠনমুখী মনোভাব প্রশংসার দাবী রাখে ।

ধারণা-২ প্রেসিডেন্ট শাসিত এবং মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার সম্পর্কে এলিটদের ধারণা:

পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি নবীন রাষ্ট্র । এদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলি তেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভে সমর্থ হয়নি । আর সে কারণে এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি বা উঠলেও কার্যকরী রূপ লাভ করতে পারেনি । এই মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি হল সরকার পদ্ধতি।

দেখা যাক সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটগণ এ বিষয়ে কি ভাবেন ?

সারণী-২ সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণ এবং এলিটগণের মতামতের পরিসংখ্যান-

এলিটদের ধরণ	মোট	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার	মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার	মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	১৩ (১০০%)	৫ (৩৮%)	৪ (৩১%)	৪ (৩১%)
মেম্বর- মোট	১৪৩ ১৫৬	৭২ (৫০%) ৭৭ (৪৯%)	৬৬ (৪৬%) ৭০(৪৪%)	৫ (৩%) ৯ (৫%)
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	১১	৬ (৫৫%)	৩(২৭%)	২(১৮%)
মেম্বর	৯৯	২৬ (২৬%)	২৮ (২৮%)	৪৫ (৪৫%)
মোট	১১০	৩২ (২৯%)	৩১ (২৮%)	৪৭(৪৩%)

২নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উভয় সময়ের প্রতিনিধিদের ভিতরেই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রতি সমর্থনের হার কিছুটা বেশি । প্রথম নির্বাচনের প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

এবং পার্লামেন্ট শাসন পদ্ধতির প্রতি সমর্থকের হার যথাক্রমে ৫০% ও ৪৫% । ২য় নির্বাচনে তা ছিল যথাক্রমে ২৯% এবং ২৮% । কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সরকার পদ্ধতি বিষয়ে ১ম নির্বাচনের তুলনায় ২য় নির্বাচনে মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক এলিটের সংখ্যা অনেক বেশি । যেমন ১ম নির্বাচনের এলিটগণের ভিতর সরকার পদ্ধতির ব্যাপারে মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক -এর হার ছিল মাত্র ৫%, কিন্তু ২য় নির্বাচনে সেখানে মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক এলিটের হার ৪৩% এতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় , বর্তমান আলোচ্য এই দুইধরণের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে এলিটরা ব্যাপকহারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। যাহোক অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বর্তমানে সরকার পদ্ধতির বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে একটি মীমাংশিত বিষয় । এখন আমাদের দায়িত্ব হল অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে অধিকতর প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ।

ধারণা-৩ গ্রামীণ উন্নয়ন ক্ষেত্রে এলিটদের আশাবাদী ও নিরাশাবাদীর ভিত্তিতে বিভক্তিকরণ:

৮০ হাজার গ্রাম বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র । এই গ্রামভিত্তিক দেশটির গ্রামের উন্নয়ন ব্যতিরেকে গোটা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । এই দিক থেকে চিন্তা করেই বিভিন্ন-ভাবে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়াস চলছে । এ প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অংশীদার-গণের অন্যতম হচ্ছে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট । কারণ তারাই গ্রামের সিদ্ধান্তদাতা, সমাজের কর্তাব্যক্তি এবং পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সমস্ত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা নেয়া হয় সেগুলির সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এজন্যই ঐ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন । অবহিত হলে দেশে নীতিপ্রণয়নকারীগণ এবং জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে, ঐ সমস্ত পরিকল্পনাগুলো গ্রামীণ উন্নয়নে কতটুকু সহায়তা করেছে ।এ ব্যাপারে সরকার ও নিজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন । [৯]

আমরা এখন সারিয়াকান্দি থানার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বিশেষ করে ইউ,পি চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ যে সমস্ত বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যেমন গ্রামীণ কর্মসংস্থান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে উপরোক্ত কর্মসূচীর উপরে অনেক সাধারণ মানুষ এবং নেতাদের প্রশ্ন করলে তারা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তা'হল গ্রামীণ উন্নয়নে যে কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গৃহিত হয়, নিঃসন্দেহে সেগুলো ভাল । তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য । এছাড়া অপব্যবহার হয় অনেক এবং এই শুভ উদ্যোগসমূহের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি । কেউ কেউ বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পদের প্রায় ২৫ ভাগ আত্মসাৎ করেন সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা, ৩০ ভাগ লোপাট করে গ্রামীণরাজনৈতিক এলিটরা আর প্রায় ৫ ভাগ খোয়া যায় বিভিন্নভাবে । বাঁকি মাত্র ৪০ ভাগের কাজ হয় কিনা সন্দেহ । যাক সদস্য ও জনগণের উত্তরগুলোর মধ্যে সম্ভবত কিছুটা সত্যতা আছে । এটা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের গ্রামে, শহরে ও পল্লীতে প্রায় সব জায়গায় যাকে যে-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা সে ঠিকভাবে পালন করে না । বিশেষ করে পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়নের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের সততা ও দায়িত্বশীলতার যথেষ্ট অভাব আছে । অথচ এগুলোই হল সার্থকতার অন্যতম পূর্বশর্ত । [১০] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এহেন নাজুক অবস্থার পরেও গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়ে গ্রামীণ এলিটরা কতটুকু আশাবাদী জানতে চাওয়া হলে তারা যে জবাব দেন ৩নং সারণীতে তা তুলে ধরা হল ।

সারণী-৩

আশাবাদী এবং নিরাশাবাদীর ভিত্তিতে এলিটদের বন্টনঃ

এলিটদের ধরণ	আশাবাদী	নিরাশাবাদী	মতামত বিহীন	মোট
নির্বাচন-৮৪ চেয়ারম্যান	১০ (৭৭%)	--	৩ (২৩%)	১৩
মেম্বর	৭১ (৬২%)	২৬ (১৮%)	৩৮ (২৬%)	১৪৩
মোট	৮১ (৫৭%)	২৬ (১৭%)	৪১ (২৬%)	
নির্বাচন-৮৮ চেয়ারম্যান	৯ (৮২%)	১ (৯%)	১ (৯%)	১১
মেম্বর	৫১ (৫২%)	১৪ (১৪%)	৩৪ (৩৪%)	৯৯
মোট	৬০ (৫৫%)	৩৫ (১৪%)	৩৫ (৩২%)	১১০

Dhaka University Institutional Repository

৩ নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১ম নির্বাচনে ৫৭% এবং ২য় নির্বাচনের প্রায় ৫৫% এলিট আশাবাদী অর্থাৎ তারা মনে করেন, গ্রামীণ উন্নয়নের অবস্থা বর্তমানে যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক না কেন ধীরে ধীরে গ্রামের উন্নতি একদিন হবেই । পাশাপাশি ১ম নির্বাচনের ১৭% এবং ২য় নির্বাচনের ১৪% এলিট নিরাশাবাদী অর্থাৎ তারা মনে করেন সরকার গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য যত পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এলিটগণের অর্থ আত্মসাৎ , স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কারণে সে ভাল উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বাধ্য । কাজেই, তাদের অবস্থার বা মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত গ্রামের কোন উন্নয়ন আশা করা যায় না ।

আর এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য পথ নির্দেশিকা হিসাবে এলিটদের পরামর্শ চাওয়া হলে তাদের অনেকে যে মতামত ব্যক্ত করেন তার সারসংক্ষেপ হল - সুশিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হবে, গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে , ন্যায় বিচার ও আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে , সর্বোপরি বাংলাদেশে একটি নৈতিক বিপ্লব ঘটাতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সারিয়াকান্দি উপজেলার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিঃ

১। M. Rashiduzzaman, Politics and Administration in Local councils, A study of union and District councils in East Pakistan(Dhaka, Oxford University press 1968), P. 13.

২। রীতা পারভীনঃ 'বাংলাদেশ গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৬, পৃঃ ১৩৩ ।

৩। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৬ ।

৪। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৭ ।

৫। Ralph W. Nicholas," Rules, Resources and political Activity," in Marc J. Swartz(ed),Local-level Politics, (London: University of London Press,1969),pp.30-31, cited in Anw rullah Chowdhury,A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification,(Dhaka: Centre for Social Studies, 1978), p.110.

৬। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৮ ।

৭। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৮ ।

৮। মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, "প্লেটো ও এরিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তা", পৃঃ ৪৬২, প্রকাশ ১৯৭৭ ।

৯। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৪ ।

১০। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্বের উদ্ভব ও এলিট নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রভাব বিশ্লেষণ ঃ

এরিস্টটল জন্মগতভাবে মানুষকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন । এর একটি প্রভু অন্যটি দাস । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কিছু লোক প্রজ্ঞার অধিকারী এবং এই প্রজ্ঞার বলে তারা শুধু আদেশ প্রদানেই সক্ষম । পক্ষান্তরে বেশিরভাগ লোক শুধু দৈহিক বলে বলীয়ান এবং দৈহিক বলের কারণে তারা শুধু কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম । তাদের মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব থাকায় তারা আদেশ প্রদানে অক্ষম তাদের একমাত্র যোগ্যতা প্রজ্ঞাবানদের আদেশ মান্য করে তদনুসারে কাজ করে যাওয়া । কারণ শাসক ও শাসিত হওয়া যেমন প্রকৃতিগত গুণের উপর নির্ভর করে তেমনি প্রভু এবং দাস হওয়াও প্রকৃতিগত গুণের উপর নির্ভর করে ।[১]

তিনি আরও বলেন প্রকৃতিগত ভাবে কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস। এবং যারা দাস তাদের জন্য দাসত্ব যেমন ন্যায় সংগত তেমনি কল্যাণকর।[২] যা হউক প্রথম শ্রেণীর লোকেরাহচ্ছেন প্রভু এবং ২য় শ্রেণীর লোকরা দাস । এরিস্টটলের' দাসত্ব' কতটুকু যথাযথ সে বিতর্কে আমরা যাব না । তবেএ ধারণা যে মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের বহু মনীষীকে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না । যার ফসল হচ্ছে বর্তমানের এলিটতত্ত্ব ।

পূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এখানে শুধু এ ধারণার আলোকে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটের আবির্ভাবের বিভিন্নপর্যায় আলোচনা করা হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভু,দাস, সবল-দূর্বল, জ্ঞানী-নির্বোধ ইত্যাদি আলোকে সব শিশুর মতই গ্রামের শিশু-কিশোরদেরও অতি সহজেই চিহ্নিত করা যাবে । গ্রামীণ এই খোকা ক্ষুদে এলিটরা গ্রামের বিদ্যালয়েই পাঠ শুরু করে, এরা সাধারণত পূর্বে এস,এস,সি'র নিচে। বর্তমানে এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি কিংবা তার উপরেও লেখাপড়া করে থাকে। তবে এস,এস,সি'র নিচের সংখ্যাই এদের মধ্যে বেশি । স্বভাবের দিক থেকে এরা হয়ে থাকে মাতব্বর ধরণের । এরা সব কাজেই কথা বলে তুলনামূলক ভাবে বেশি । নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হচ্ছে, এটাই তাদের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস । অন্য কেউ প্রাধান্য লাভ করতে চাইলে এদের চরম হিংসা হয় । এমনকি বড়রা বা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞরা/ কোন উপদেশ বা শাসন করলে তাদের ভিতর হয় চরম প্রতিক্রিয়া । শালিসী বিচার-আচার, লোক সমাবেশ তাদের খুবই পছন্দের । এরা অন্যের সমালোচনা করতে সর্বোপরি অন্যের চেয়ে নিজের প্রশংসায় অধিক খুশি এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের বোকা বানাতে খুবই পারদর্শী । কোন কাজেই তাদের ভাল লাগে না, ভাল লাগে শুধু লোকালয়ে ঘুরাফেরা করতে ।

প্রাইমারী থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এদের এই স্বভাব সক্রিয় থাকে । এবং ক্ষুদে এলিটদের সিংহভাগই অর্থাৎ যাদের পিতামাতর আর্থ-সামাজিক অবস্থা শোচনীয় তারা পঞ্চম শ্রেণী থেকে এস,এস,সি., এইচ,এস,সি এর মধ্যে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বাঁকী অংশের কিছু উচ্চ-শিক্ষা বা চাকুরীর আশায় শহরে আগমন করে । কিছু অংশ গ্রামের নেশায় এবং জীবন সংগ্রামে ভীত হয়ে গ্রামে বেকার অবস্থায় থেকে যায় । যারা চাকুরীর আশায় শহরে ঘুরে-ফিরে আবার গ্রামেই ফিরে আসে এরাও পরবর্তীতে গ্রামে অবস্থানকারীদের সাথে মিশে যায় ।

প্রথমের দিকে এরা কিছুটা উচ্ছৃংখল এবং প্রতিবাদমূখর হলেও পরে গ্রামীণ ক্ষুদে বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তরিত হয় । এবং ধীরে ধীরে সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে একাত্ম হয়ে যায় । অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কিছু কর্মজীবনে বা চাকুরীজীবনে প্রবেশ করে । বাঁকীরা গ্রামেই কৃষি কাজের দেখাশুনা, কিছু কিছু ব্যবসা,গ্রাম চিকিৎসা,

Dhaka University Institutional Repository

দলিল লেখক ইত্যাদি পেশা ধারণ করে মোটামুটি গ্রামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এবং পরবর্তীকালে এদের মাঝ থেকে কিছু অংশ গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে ।

আত্মপ্রকাশের ধারণাঃ

স্বভাব সুলভের কারণেই এদের মনের এক কোণায় নির্বাচিত এলিট হওয়ার বাসনা ঘনীভূত হতে থাকে । তবে প্রথমের দিকে ঘূর্ণাক্ষরেও এরা কারো কাছে প্রকাশ করে না । কিন্তু এ কারণেই এরা সমাজে নানা ধরণের লোকের সংগে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা চালায় এবং নিজেকে ভাল মানুষ ও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। তারপর এরা গ্রামের স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে । অবিবাহিতরা সাধারণতঃ আগে পাশেই বিবাহ করে ফেলে । নিজ বা পরিবারের বর্গাচাষীদের নিজস্ব সমর্থক হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এবং সে-ভাবেই নতুন কিছু কিছু বর্গাদারও তৈয়ার করে ফেলে । এছাড়া টাকা পয়সার লেনদেন এবং অপেক্ষাকৃত গরীবদের কিছু কিছু সাহায্য-সহযোগিতা, ঋণদান এবং গ্রামের বা এলাকার প্রভাবশালীদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ।

নির্বাচনের সময় এরা সাধারণতঃ নিজেরা নিজেদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা প্রকাশ করে না । তবে তাদের নাম বিভিন্ন মহল থেকে উঠুক এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিশেষে তারা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যায় । প্রার্থী হয়েই নির্বাচনী প্রচারাভিযান হিসাবে বয়ঃবৃদ্ধ, ক্লাব, যুবক এবং প্রভাবশালীদের বিভিন্নভাবে দলে আনার প্রয়াস চালায় । বিভিন্ন মহল্লাবাসীদের সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক সময় বিভিন্ন কিছু দেয়ার ওয়াদা, অংগীকার করে । পরবর্তীতে যার সামান্যই এরা পূরণ করতে পারে । এমনি ভাবেই ক্ষুদে এলিট একটি নির্বাচিত পূর্ণাংগ গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটে রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এলিট নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রভাব বিশ্লেষণঃ

আমাদের আলোচ্য গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট বা নেতাদের উদ্ভবের ও নেতৃত্বের লাভের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রথমত নির্বাচনী দ্বিতীয়ত মনোনয়ন । ইউ,পি,সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারটি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় প্রশাসনের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল। অতএব এখানে সে বিষয়ে তেমন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না । তবে এতটুকু না বললেই নয়, মনোনয়ন অনেকটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাপার । বলা বাহুল্য, এটা তাদের খেয়াল খুশিকে চরিতার্থ করার সহজতর মাধ্যমও বটে। জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বহুকাল আগে হতে বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে আসছে । বর্তমান বাংলাদেশে যে পদ্ধতিটি চালু আছে, তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । যা নির্বাচনের ব্যাপারে দোষ ত্রুটির উর্ধে না হলেও তুলনামূলকভাবে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে সর্বজনবিদিত । কিন্তু গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নানা ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রভাবের উর্ধে উঠতে না পারার কারণে গোটা অনুশীলনটাই চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ।

তাই আমরা এখন সদস্য এবং চেয়ারম্যান নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোটামুটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবসমূহ অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করণের প্রচেষ্টা চালাব।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা এবং অন্যান্য প্রভাবসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

মৌজার প্রভাবঃ

নির্বাচনে বড় মৌজা(অর্থাৎ বেশি ভোটার সংখ্যা অধ্যুষিত মৌজা), ছোট মৌজা (অর্থাৎ কম ভোটার সংখ্যা অধ্যুষিত মৌজা) এবং কোন মৌজার প্রার্থীর সংখ্যা কম, বা বেশি এ সমস্ত বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে । অপর পাতায় ১নং সারণীর মাধ্যমে তা দেখানোর চেষ্টা করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং-১

একটি ওয়ার্ডে দুইটি মৌজার মেম্বরশীপের নির্বাচনী ফলাফলঃ

১নং মৌজার ভোটার সংখ্যা ৫৯% এবং ২নং মৌজার ভোটার সংখ্যা ৪১%।

ভোটের সন	আসন সংখ্যা	ভোটারের ভোটসংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী			নির্বাচিত প্রার্থী		নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা	
			মোট	মৌজা ১	মৌজা ২	মৌজা ১	মৌজা ২	মৌজা ১	মৌজা ২
৮৪	৩	৩	৬	৩	৩	৩	০	৫৯%	৪১%
৮৮	৩	৩	৬	৩	৩	২	১	৫৯%	৪১%

দুইটি মৌজার ভোটার সংখ্যা যথাক্রমে ১নং মৌজায় ৫৯% এবং ২নং মৌজায় ৪১%, এরমধ্য থেকে প্রথম নির্বাচনে উভয় মৌজার প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩ জন করে। ফলাফলে ১ মৌজা থেকে ৩ জন প্রার্থী জয়ী হয়, ২য় নির্বাচনে ঐ দু'টি মৌজার প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩ জন করে। ফলাফলে ১নং মৌজা থেকে ২ জন এবং ২নং মৌজা থেকে ১ জন বিজয়ী হয়।

এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বড় মৌজা আনুপাতিক হারে প্রার্থী সংখ্যা কম, এ কারণেই ১নং মৌজা থেকে প্রত্যেক বারই বেশি প্রার্থী বিজয়ী হয়। যা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রভাবঃ

একই ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনী কেন্দ্র বিদ্যমান থাকলে এবং নির্বাচন কেন্দ্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তারকারী প্রার্থী দেখা দিলে নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বিপন্ন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে ও যে কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা বেশি এবং আনুপাতিক হারে প্রার্থী কম সেখান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া অনেক সহজতর হয় । যেমন, ২নং সারণীর দিক লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে ।

২নং সারণী

নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	ভোটারের ভোটসংখ্যা	ভোটারের সংখ্যা			প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী		নির্বাচিত প্রার্থী	
			১ং কেন্দ্র	২নং কেন্দ্র	মোট	১নং কেন্দ্র	২নং কেন্দ্র	কেন্দ্র-১	কেন্দ্র-২
৮৪	৩	৩	২২০০	১৫০০	৬	৩	৩	৩	০
৮৮	৩	৩	১৮০০	৯৫০	৫	৪	১	৩	০

২নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচন ৮৪তে ১টি ওয়ার্ডে দুইটি ভোট কেন্দ্রের ১নং কেন্দ্র যার ভোটারের সংখ্যা ২২০০, ২নং কেন্দ্রের ভোটারের সংখ্যা ১৫০০ আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১নং ও ২নং হতে ৩ জন করে । ফলাফলে দেখা যায়, ১নং অর্থাৎ বেশি ভোট অধ্যুষিত কেন্দ্র হতেই ৩ জন প্রার্থী বিজয়ী হয় ।

নির্বাচন '৮৮'র একটি ওয়ার্ডের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে কেন্দ্রের ভোটসংখ্যা বেশি এবং প্রার্থীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম সে কেন্দ্র থেকে তিনজন প্রার্থীর জয়লাভ করেছে । এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে । যা নির্বাচনের স্বাভাবিকতার অন্তরায় (তা'ছাড়া অপেক্ষাকৃত স্থানীয় প্রার্থী অনেক সময় অশুভ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে)।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যার প্রভাব:

নির্বাচনী এলাকার কোন অংশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী বেশি বা কম হলে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট অংশ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া কঠিনতর হয়। যদিও নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা সেখানে কিছুটা বেশি থাকে।

৩নং সারণীর মাধ্যমে আমরা এ ধারণার সত্যতা যাচাই করব।

৩নং সারণী

নির্বাচন সন	আসন সংখ্যা	ওয়ার্ডে নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা			প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী			নির্বাচিত প্রার্থী	
		মোট সংখ্যা	১নং এলাকা	২নং এলাকা	মোট প্রার্থী	কেন্দ্র বা এলাকা ১	কেন্দ্র বা এলাকা ২	কেন্দ্র বা এলাকা ১	কেন্দ্র বা এলাকা ২
৮৪	৩	২৮০০	১৯০০ (৬৮%)	৯০০ (৩২%)	৯	৭	২	১	২
৮৮	৩	৩৫৬০	২৪৬০ (৬৯%)	১১০০ (৩১%)	১৪	১১	৩	০	৩

উপরোক্ত সারণী মোতাবেক নির্বাচন ৮৪ তে একটি ওয়ার্ডের মোট নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা ২৮০০, এর মধ্যে ১নং মৌজা বা কেন্দ্রের আওতায় ১৯০০ এবং ২নং মৌজা বা কেন্দ্রের আওতায় ৯০০ ভোটার এবং প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১নং-এ ৭ জন ২নং ২ জন অর্থাৎ মোট নয়জন। ফলাফলে দেখা যায় ১নং কেন্দ্র বা এলাকা থেকে ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১জন জয়লাভ করে এবং ২নং কেন্দ্রের বা এলাকার দু'জনই বিজয়ী হয়। নির্বাচন '৮৮ বেলাতেও একটি ওয়ার্ডের মোট নির্বাচক মন্ডলীর ৬৯% যে মৌজা বা কেন্দ্রের আওতাধীন যার/ধ্য থেকে মোট ১৪ জন প্রার্থীর ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বী। পাশাপাশি ২নং কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা মাত্র ৩১% , প্রার্থীও মাত্র ৩ জন। ফলাফলে দেখা যায় ৬৯% বা ২৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

ভোটারের মধ্যে থেকে একজনও নির্বাচিত হতে পারেনি । পাশাপাশি ২নং কেন্দ্রের এলাকার ভোটারের সংখ্যা অনেক কম হলেও সেখান থেকেই তিনজন প্রার্থী জয়লাভ করে।

উপরের সারণী এবং পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যার গুরুত্ব বা প্রভাব খাটো করে দেখা যায় না । যার কারণে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন ব্যাহত হচ্ছে ।

সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রভাবঃ

অনেক সময় দেখা যায় চেয়ারম্যান ভোট লাভের শর্তে বিশেষ কোন সদস্য পদপ্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হয় । যার ফলে যোগ্য প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচিত হয় না । নিম্নের ৪নং সারণীর মাধ্যমে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ।

সারণী নং-৪

নির্বাচন সন	আসন সংখ্যা	নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা			পদপ্রার্থী			নির্বাচিত প্রার্থী	
		মোট	বড় এলাকা	ছোট এলাকা	মোট	বড় এলাকা	ছোট এলাকা	বড় এলাকা	ছোট এলাকা
১৯৮৪	৩	৩৬০০	২৫০০	১১০০	৬	৩	৩	০	৩
১৯৮৮	৩	২৬০০	১৭০০	৯০০	৬	৩	৩	০	৩

৪নং সারণীতে দেখা যায় যে একটি ওয়ার্ডে অনেক বেশি সংখ্যক নির্বাচক মন্ডলীর ভিতর কোন প্রার্থী জয়ী হতে পারেনি । পাশাপাশি কমসংখ্যক নির্বাচক মন্ডলীর মাঝ থেকে প্রায় সব প্রার্থীই জয়ী হয়েছে । যেমন নির্বাচন ৮৪তে একটি ওয়ার্ডের ভোটার

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা ছিল ৩৬০০ এরমধ্যে একটি বড় এলাকা যার ভোটের সংখ্যা ২৫০০ এবং কতকগুলি ছোট এলাকা যার মোট ভোটার সংখ্যা মাত্র ১১০০ । প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে মোট ৬ জন । এর মধ্যে বড় এলাকা থেকে তিনজন এবং ছোট এলাকা থেকেও ৩ জন । ফলাফলে বড় এলাকা থেকে কোন প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেনি । পাশাপাশি ছোট ছোট এলাকা থেকে তিনজনেই জয়ী হন । অনুরূপ নির্বাচন ৮৮তে একটি ওয়ার্ডের নির্বাচনের দিকে তাকালেও ঐ একই অবস্থা দেখা যাবে ।

প্রশ্ন ওঠে এর কারণ কি ? স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে ঐ ছোট এলাকার প্রার্থীরা হয়তো অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তি যার কারণে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন আর তা'হল ঐ বড় এলাকা থেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী আছেন । যাকে নির্বাচিত করার জন্য গোটা ওয়ার্ডকে একতাবদ্ধ করণের লক্ষ্যে সদস্যপদ-গুলি আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সুবিধাজনকভাবে বন্টন করে নেয়া হয়েছে। আর এ জন্যই ব্যর্থ হচ্ছেন উপযুক্ত প্রার্থীগণ , যা শুভ তো নয়ই , সংগতও নয়।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বংশ ও আত্মীয় স্বজনের প্রভাবঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ উন্নত রাজনৈতিক কৃষ্টির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে যার ফলশ্রুতিতেই নির্বাচন বা গণতন্ত্র যথাযথভাবে কার্যকরী হতে পারছে না। যার হাজারো উপফসলের মধ্যে একটি হচ্ছে নির্বাচনে বংশ বা আত্মীয় স্বজনের প্রভাব। বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক দেশ আর স্থানীয় প্রশাসনগুলো সে গ্রাম নিয়েই বা গ্রামের জন-গণকে নিয়েই গড়ে উঠে আর সে গ্রামগুলোতে আজও অতীতের মত বংশধারা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি দুর্বলতা চরমভাবে বিরাজ করছে যার প্রতিফলন ঘটছে নির্বাচনে। যেমন, অমুক প্রার্থী আমার বংশের বা আত্মীয় অতএব তাকে নির্বাচিত করতেই হবে। সে যোগ্য বা অযোগ্য যাহাই হোক না কেন তাতে যায় আসে না । এমনিভাবে দেখা যায় যোগ্য প্রার্থীর যোগ্যতার অবমূল্যায়ন হচ্ছে যা নির্বাচনের সঠিক উদ্দেশ্যের পথে মারাত্মক প্রতি-বন্ধকতা স্বরূপ বলা যেতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রম কিছু নয় । আমি নির্বাচনে বংশ বা আত্মীয় স্বজনের প্রভাব কতটুকু ও দৃষ্টিকোণ থেকে যতগুলি নির্বাচনী এলাকা, প্রার্থী বা নির্বাচন স্ট্যাডি করেছি কমবেশি সবখানেই এর সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা আলোচনার অপেক্ষাই রাখে না ।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার প্রভাবঃ

স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনার প্রভাব খাটো করে দেখা যায় না । নির্বাচন মুহূর্তে প্রায় নির্বাচন কেন্দ্রেই লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোননা কোন গুজব ছড়িয়ে আছে । এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিক্রিয়াও কম ফুটে ওঠে না । গুজব গুলি সাধারণতঃ এরকম যে অমুক কেন্দ্রে জাল ভোট চলছে । বা জোর করে একচেটিয়া সীল মেরে নেয়া হচ্ছে বা আমাদের অমুককে গালিগালাজ বা বের করে দেয়া হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি, অতএব আমরা বসে থাকতে পারি না । এই আকস্মিক ঘটনাসমূহের একটি জলন্ত প্রমাণ হিসাবে বিগত ৮৮ র ইউ,পি নির্বাচনে পাকুল্যা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিনের একটি আকস্মিক ঘটনা হাজির করা যেতে পারে ।

পাকুল্যা ইউনিয়নে মোট চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলেন ৪ জন । এর মধ্যে ১নং ওয়ার্ড থেকে ২ জন , ২নং ওয়ার্ড থেকে, ও ৩নং ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে । বলাবাহুল্য যে ২নং ওয়ার্ডের প্রার্থী নির্বাচনের সময় চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাবশালী ও প্রশাসনের সহযোগিতাও লাভ করেন । অতএব নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই তারই জয়লাভ করার কথা কিন্তু নির্বাচন মুহূর্তে সামান্য একটি ভুলের কারণে অর্থাৎ ১নং ওয়ার্ডের ১জন প্রার্থী যিনি , সম্পর্কে তার আপন মেয়ের জামাই তার সংগে কিছু বাক বিতন্ডা হওয়ার কারণে জামাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ঘোষণা দেন যে আমার ভোটের প্রয়োজন নেই, আপনারা সবাই দাড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিন । যেমনি কথা তেমনি কাজ সাথে সাথে বিরাট শোরগোল পড়ে যায়। ফলাফলে দেখা যায় যে দাঁড়িপাল্লার কোন সম্ভাবনাই ছিল না সেই দাঁড়িপাল্লা মার্কা বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে । এমনিভাবে দেখা যায় আকস্মিক ঘটনা হঠাৎ করে নির্বাচনের মোড় আমুল পরিবর্তন করে দেয় । এছাড়া পূর্ব ঘটনার জের

Dhaka University Institutional Repository

এবং কোন প্রার্থী নির্বাচন থেকে বসে পড়লে নির্বাচনের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হয়। যার ফলাফলের অবাঞ্ছিত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে সাধারণ জনতার উপর। সুতরাং এগুলিও সুষ্ঠু ও সফল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কম প্রতিবন্ধকতা নয়।

অর্থ ও শক্তির প্রভাবঃ

বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রেই অর্থ ও শক্তি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে এগুলোর প্রভাব আরও বেশি।

অর্থের প্রভাবঃ

বর্তমান ইউ,পি নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও মেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রায় যথাক্রমে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা বা তদূর্ধে নির্বাচনী ব্যয় হয়ে থাকে। তাছাড়া কে কত ব্যয় করবে এটা যেন একটি প্রতিযোগিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালানোর অর্থ সাধারণতঃ এভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে ঃ যেমন প্রার্থীর নিজস্ব অর্থ, বিভিন্ন ধরণের ঋণ, সহায় সম্বল বিক্রয়লব্ধ অর্থ, সর্বোপরি কিছু কিছু চাঁদা। তবে স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে চাঁদা আদায়ের প্রচলন নেই বললেই চলে। এ অর্থ সাধারণতঃ ব্যয় করা হয়ে থাকে ধূমপান, চা পান, বিভিন্নরকমের খানা, রকমারী সাহায্য, নগদ অর্থ প্রদান, প্রচারাভিযান, গুন্ডা বাহিনীর পারিশ্রমিক, সর্বোপরি নগদ অর্থে ভোট ক্রয় ইত্যাদিতে। অর্থ ব্যয়ের এই সীমাহীন মহড়া সাম্প্রতিক-কালে এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে অর্থ ব্যয়ই যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের একমাত্র মাপকাঠি বা অপরিহার্য শর্ত। আর এর বিষাক্ত ছোবলে অনেক প্রার্থীকে সর্বশান্ত হতে হচ্ছে এবং নির্বাচিত অনেক প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের এই অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আর এটিই তাদের দুর্নীতিপরায়ণতার হাতে খড়ি হিসাবে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তির প্রভাবঃ

অতি সম্প্রতি পেশীশক্তি নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। নির্বাচক মন্ডলীকে পেশীশক্তি প্রভাবে ভীত সন্ত্রস্ত করে, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী-দের মাধ্যমে নির্বাচনী কেন্দ্র দখল এবং ভোট গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে জিম্মি করে ব্যালট ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সামগ্রিক জাতীয় চরিত্রের চরম অবক্ষয়ের স্বাক্ষর বহন করে এবং নির্বাচনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের পথে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে। শক্তির ধরণগুলি সাধারণতঃ এই রকমের। যেমন, বংশের শক্তি, আত্মীয় স্বজনের শক্তি, প্রার্থীর নিজের পেশীশক্তি, বখাটে ছেলে ও গুন্ডাবাহিনীর শক্তি, মহল্লা বা গ্রামের শক্তি, অর্থ সম্পদের অশুভ শক্তি ইত্যাদি।

দেশের সামগ্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থ এবং শক্তির যে অশুভ প্রভাব বিরাজমান সাম্প্রতিকালে স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রম কিছু নয়। জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে স্থানীয় প্রশাসনকে অধিকতর কল্যাণমুখী এবং দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নির্বাচনের উপর থেকে এ অশুভ শক্তির প্রভাবসমূহদুর করা অত্যন্ত জরুরী।

প্রশাসনের প্রভাবঃ

স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের কথা থাকলেও বর্তমানের প্রশাসন তা কতটুকু পালন করতে পারছে এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার কারণে কোন বিশেষ প্রার্থী বা মহলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন আজকাল স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দেশের সামগ্রিক অবস্থা থেকে সাম্প্রতিকালে থানা বিচ্ছিন্ন নয়। থানার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার দু'একটি ঘটনা পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য সারিয়াকান্দি থানার প্রায় সব ইউনিয়নেই কম বেশি যেতে হয়েছে ; জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়েছে । তাতে প্রায় সব ইউ,পি নির্বাচন সম্পর্কে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ পাওয়া গেছে । যেমন হাটশেরপুর ইউনিয়নে ইউ,এন,ও নাকি মোটা অংকের টাকা নিয়ে একজন প্রার্থীকে তিনটি ব্যালট পেপারের বই প্রদান করেছিলেন । আরও একটি ইউনিয়নের ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে প্রশাসনের সংগে বেশ দহরম মহরম ছিল এমন একজন চেয়ারম্যানকে পুনঃনির্বাচনের জন্য ব্যালট বাক্স পরিবর্তন করে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে । একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীকে নির্বাচনে তার পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনিও জানান 'আমার নির্বাচনে পরাজয়ের একমাত্র কারণ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব । প্রশাসন সম্পর্কে এহেন বক্তব্যের কতটুকুন সত্যতা আছে বলা যায় না তবে এ ধারণা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রশাসন তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে এটি মনে হয় সবচেয়ে বড় অন্তরায় ।

নির্বাচন পদ্ধতির প্রভাবঃ

সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ভিত্তিতে ভোট এবং এক ব্যক্তির তিনটি সদস্য ভোট যার একটি প্রদান করলেও বিধিগতভাবে অসুবিধা নেই । নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । নিম্নে ৩নং সারণীর মধ্যেমে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল ।

সারণী নং-৩

সদস্য নির্বাচনে নির্বাচন পদ্ধতির প্রভাব

নির্বাচন সন	আসন সংখ্যা	১জন ভোটারের ভোট সংখ্যা	নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা			প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী			নির্বাচিত প্রার্থী	
			মোট	বড় এলাকা	ছোট এলাকা	মোট	বড় এলাকা	ছোট এলাকা	বড় এলাকা	ছোট এলাকা
১৯৮৮	৩	৩	২৬০০	১৭০০	৯০০	৬	৩	৩	০	৩

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বের পৃষ্ঠার সারণীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে একটি ওয়ার্ডের মোট ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন ১৭০০ নির্বাচক মন্ডলীর ভিতর থেকে আর বাঁকী ৩ জন মাত্র ৯০০ ভোটার বা অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকার ভিতর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । কিন্তু ফলাফলে দেখা যায় ছোট এলাকার তিনজন প্রার্থীই নির্বাচিত হয়েছেন । আর ব্যাপক এলাকা হয়েছে প্রতিনিধি শূন্য । এখন প্রশ্ন আসে এর কারণ কি ? কারণ হচ্ছে ঐ বড় এলাকার ১৭০০ ভোটার সংগঠিত নয় । তারা প্রার্থীদের অন্ধ আনুগত্যের কারণে প্রতিজনের তিনটি ভোটের মধ্যে মাত্র নিজ প্রার্থীকেই ১টি ভোট প্রদান করেছে । বাঁকী দুইটি ভোট কাউকেই প্রদান করেনি । যার কারণে তাদের ভোট সংখ্যা তিনটির জায়গায় একটিতে রূপান্তরিত হয় । পাশাপাশি ছোট এলাকাটি ছিল সংগঠিত তিনজন প্রার্থীর মধ্যে ছিল ভাল সম্পর্ক যার কারণে তারা সবাই সদস্য ভোট তিনটিই প্রদান করে । ফলে তাদের ভোটারের সংখ্যার তিনগুণ হয় ভোট সংখ্যা । অতএব বড় এলাকা হলেও প্রার্থীদের মাথাপিছু ভোট সংখ্যা হয় অনেক কম এবং ছোট এলাকার প্রার্থীদের মাথাপিছু ভোট সংখ্যা দাঁড়ায় অনেক বেশি যেমন বড় এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ১৭০০ ভোটের সংখ্যাও ১৭০০ । (অর্থাৎ ১৭০০X১=১৭০০) গড়ে বিতণ্ড হচ্ছে তিনজনের মধ্যে (অর্থাৎ ১৭০০ ÷ ৩=৫৬৬) প্রতিজনের পড়েছে ৫৬৬ ভোট । পাশাপাশি ছোট এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ৯০০ শত আর ভোটের সংখ্যা হচ্ছে ২৭০০ অর্থাৎ (৯০০X৩=২৭০০) বিতণ্ড হচ্ছে তিনজনের মধ্যে অর্থাৎ (২৭০০÷৩=৯০০) প্রতিজনের মাথাপিছু পড়েছে ৯০০ ভোট । দুই এলাকার তুলনা করলে দেখা যায় ছোট এলাকায় ভোটার সংখ্যা কম হলেও ভোটের সংখ্যা বড় এলাকার চেয়ে (৯০০-৫৬৬=৩৩৪) বেশি কাজেই ছোট এলাকা থেকে তিনজন প্রার্থী বিজয়ী হবে এটাই স্বাভাবিক ।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোট এবং এক/ভোটারের তিন ভোট এ পদ্ধতির কারণেই এমনটিহচ্ছে । এ অধ্যায়ে আলোচিত স্বাভাবিক নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা গুলোর মধ্যে নির্বাচনের এ পদ্ধতিগত ত্রুটি একটি অন্যতম ত্রুটি যার ফলে অনেক সময় ব্যাপক এলাকা হয় প্রতিনিধি শূন্য যা সাধারণ মানুষকে করে বিব্রত ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতাঃ

সারিয়াকান্দির থানার উভয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জয় পরাজয় পর্যালোচনা করে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে ক্ষমতাসীন এলিটদের প্রতি নির্বাচনের সময় জনগণের আশ্রহা ও সমর্থন সাধারণতঃ অনুকূলে থাকে না পাশাপাশি যারা পূর্বে রাজনৈতিক এলিট ছিলেন বা বিগত নির্বাচনে পরাজয়বরণ করেছেন তাদের প্রতি জনগণের দুর্বলতা ও সহানুভূতি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং যা তাদের নির্বাচন ও জনসমর্থন লাভকে সহজ করে দেয় । পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ সারণীর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন এলিটদের জয় পরাজয়ের সংখ্যার অনুপাত দেখে এটি স্পষ্ট বোঝা যাবে যেমন ১ম ও ২য় নির্বাচনে প্রায় সব এলিট পুন নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হন কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ১ম নির্বাচনে একজন এবং ২য় নির্বাচনে ২ জন পুননির্বাচিত হতে পারেন। যা হউক যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটিকেও এক্সিট অনুরায় হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ।

প্রার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবঃ

পরিশেষে বলতে হয় প্রার্থীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বই হচ্ছে তার প্রতিনিধি লাভের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি । আর নির্বাচন হচ্ছে এই মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিমাপের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী আবিস্কার করে তার হাতে ক্ষমতা অর্পন করার প্রক্রিয়া।

পশ্চিমা উন্নত রাজনৈতিক কৃষ্টির দেশগুলোতে গণতন্ত্র এবং নির্বাচন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেও ৩য় বিশ্ব তথা বাংলাদেশের মত অনুন্নত রাজনৈতিক কৃষ্টির দেশে নানা বাধা, প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক অশুভ প্রভাব দ্বারা বেষ্টিত ও প্রভাবিত হচ্ছে গণতন্ত্র ও নির্বাচন, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে সঠিক নির্বাচনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে এবং যোগ্য প্রার্থীর আগমনের পথ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি থানার স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধির ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয় নির্বাচনে ব্যক্তিত্ব গুণে নির্বাচিতের সংখ্যা-২০% থেকে ২৫% এর উর্ধে নয় যা নির্বাচনে বিভিন্ন অশুভ প্রভাবসমূহের আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ।

বলাবাহুল্য জাতীয় অগ্রগতির জন্য সামগ্রিকভাবে এটি একটি ভয়ংকর হুমকির ইংগিত বহন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্বের উদ্ভবঃ

১। সরদার ফজলুল করিম ;
"এরিস্টটল-এর পলিটিক্স", পৃঃ ১৭, প্রকাশ ১৯৮৩ ।

২। সরদার ফজলুল করিম; প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের দলগত অবস্থানঃ

বর্তমান সময়ের সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্র। বর্তমান সময়ের বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোর বিপুল জনগোষ্ঠির পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই নির্বাচন সম্পন্ন হয় সাধারণত দলীয় ভিত্তিতে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। এই জন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দলীয় শাসন ব্যবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল হলো এমন এক জনগোষ্ঠি বা সংগঠন যারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং ক্ষমতা দখল করতে পারলে নিজ আদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতা চর্চা করার প্রচেষ্টা চালায়। আর না পারলে ক্ষমতার বাইরে থেকে সরকারের গঠনমুখী বিরোধিতা করে।

যাহোক, গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটগণ রাজনৈতিক দলের প্রভাব থেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন নন। তাই, এখানে গ্রামীণ প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা, যোগসূত্র সর্বোপরি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে এর পূর্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি বিশেষ করে, গ্রাম-বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টির বয়স স্বল্প । এখানে তেমন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কৃষ্টি তথা সিভিক কালচার গড়ে উঠেনি । আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক দলই মূলত শহরভিত্তিক । রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাধারণত ভোটের সময় ছাড়া আর কখনো গ্রামে যান না । রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে না, বা তুলতে সক্ষম হয় না । দৈনন্দিন জীবনে সুদূর গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগণের সংগে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না । গ্রামের লোকেরা রাজনীতি তেমন বোঝে না এবং বোঝার তেমন প্রয়োজনও বোধ করে না । এ কারণেই রাজনীতির প্রাথমিক ক্রমবিকাশের উপসর্গ নানা রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগনে যা প্রভাবিত করছে বিভিন্ন প্রাংগনকে ।

সারিয়াকান্দি থানার রাজনৈতিক অবস্থা এর ব্যতিক্রম কিছু নয় । তবে আর ১০টি থানার মত এখানকার থানা সদরের লোকজন রাজনৈতিক আলোচনায় বেশ সচেতন । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কিছু দলীয় চর্চা সক্রিয় । কিন্তু থানার ব্যাপক জনগোষ্ঠি জাতীয় রাজনীতি বা দলাদলি নিয়ে মোটেই আগ্রহী নয় । আর এলিটদের মধ্যে মেম্বরগণের রাজনৈতিক সচেতনতা যৎসামান্য । তাদের অধিকাংশই নিজের রাজনৈতিক অভক্ততাসত্ত্বেও সরকারী বা ক্ষমতাসীন দলের প্রতি দুর্বল বা অনুগত তবে চেয়ারম্যানগণ প্রায় সবাই যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতন এবং দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই সরকারী দলের অনুগত ।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এলিটগণ যে দলীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেন তা আদর্শগত কারণে নয় । এর কারণগুলো নিম্নরূপঃ-

প্রথমঃ এলিটরা নিজেদের সরকারী লোক হিসাবে ভাবেন ।

দ্বিতীয়ঃ দায়িত্বে থাকলে অনেকটা বাধ্য হয়ে সরকারী নীতিকে বা কর্মকান্ডকে সমর্থন দিতে হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ঃ সরকার বিভিন্ন সময়ে এলিটদের বহুবিধ আদেশ-নির্দেশ ও কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন যা তাদেরকে সরকারের পক্ষে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে সম্পাদন করতে হয় ।

চতুর্থঃ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ ও ক্ষমতা লাভের আশায় অনেক এলিট সরকারী দল করতে আগ্রহী হয় । আর এ কারণেই দেখা যায় ক্ষমতা ও স্বার্থের কুধায় কাতর অনেক এলিট যখনই যে দল কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন হয় তখনই সে দলে পাড়ি জমায়।

এখন আমরা দলীয় সম্পর্কের দিক থেকে সারিয়াকান্দি থানার রাজনৈতিক এলিটদের বিশ্লেষণ ও বিভক্তিকরণের প্রয়াস চালাব । পূর্বেই বলা হয়েছে, সদস্যগণ জাতীয় রাজনীতিতে তেমন সচেতন নয় এবং যতটুকু সচেতন তারও আমল নেই । সদস্য এলিটরা স্বভাব-সুলভভাবে সরকারী দলের প্রতি অনুগত । অতএব, তাদের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না তাই এখানে শুধু চেয়ারম্যান এলিটদের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হল ।

দলীয় সম্পর্কের দিক থেকে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের বিভক্তিকরণ

সারিয়াকান্দি থানার দুইটি ইউ,পি নির্বাচনের যথাক্রমে ১৩ জন ও ১১জন চেয়ারম্যান অর্থাৎ মোট ২৪ জন এলিট নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে ।

প্রথমে আমরা দেখব এই এলিটগণের মধ্যে কতজন রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পর্কযুক্ত এবং কতজন সম্পর্কযুক্ত নয়, আর যারা সম্পর্কযুক্ত তারা কি ধরণের সম্পর্কযুক্ত।

এই সম্পর্কের আলোকে সারিয়াকান্দি থানা মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে ১নং সারণীতে তুলে ধরা হল ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১

এলিটগণের মধ্যে কতজন রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট কতজন নির্দলীয় এবং কিধরণের দল সংশ্লিষ্ট তার ভিত্তিতে বন্টন

প্রার্থীর ধরণ	দলীয়				নির্দলীয়
	মোট সংখ্যা	সক্রিয় যোগসূত্র	অপেক্ষাকৃত কম যোগসূত্র	দলীয় সমর্থক	
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	১৩	৫ (৩৮%)	৬ (৪৬%)	২ (১৫%)	-
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	১১	৬ (৫৫%)	৫ (৪৫%)	-	-
	২৪	১১ (৪৬%)	১১ (৪৬%)	২ (৮%)	

সারিয়াকান্দি থানার রাজনৈতিক এলিটগণের দলীয় আনুগত্যের বিষয়ে যোঁজ নিয়ে যতটুকু জানা যায় অর্থাৎ ১নং সারণী মোতাবেক মোট ২৪ জন এলিটদের মধ্যে। ১১জন রাজনৈতিক দলের সংগে সক্রিয় যোগসূত্র বিশিষ্ট ১১জন অপেক্ষাকৃত কম যোগ-সূত্র বিশিষ্ট ও ২ জন দলীয় সমর্থক এবং নির্দলীয় কোন সদস্য নেই। আরও দেখা যায় ১ম নির্বাচনের তুলনায় ২য় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যা গ্রামীণ এলিটদের যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা বোধের স্বাক্ষর বহন করে এবং ক্রম রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির শুভ ইংগিত প্রদান করে ।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, ১নং সারণীতে দেখা গেছে নির্দলীয় কোন সদস্য নেই । প্রায় সবাই রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রক্ষা করে চলে । এই যোগাযোগের ধরণ কি ? কিভাবে তারা দলে আগমন করে, কেনই বা দল পরিবর্তন করে বা দলীয় রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইত্যাদি আলোচনা না করলে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটগণের বিশ্লেষণ অপূর্ণ থেকে যায় ।

অতএব এখন আমরা দলীয় সম্পর্কযুক্তদের দল ভিত্তিতে বন্টনের চেষ্টা করব।

১নং সারণীতে আমরা দেখেছি সব এলিটই দলীয় সম্পর্কযুক্ত । এখন আমরা আলোচনা করব এই এলিটগণ কোন কোন দলের সংগে সম্পর্কযুক্ত । ২নং সারণীতে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলঃ

সারণী - ২

দলীয় সম্পর্কযুক্তদের দলভিত্তিতে বন্টন

প্রার্থীত ধরণ	মোট দলীয় এলিট	জাতীয় পার্টি	আঃ লীগ	বিএনপি	জামাত
১ম নির্বাচন চেয়ারম্যান	১৩	১২ (৯২%)	১ (৮%)	-	-
২য় নির্বাচন চেয়ারম্যান	১১	৯ (৮২%)	২ (১৮%)	-	-
	২৪	২১ (৮৮%)	৩ (১২%)	-	-

২নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১ম নির্বাচনের ১৩জন এলিটদের ১২জন জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পার্টি এবং ১জন আওয়ামী লীগ অন্তর্ভুক্ত এবং ২য় নির্বাচনের ১১জন এলিট এর ১জন জাতীয় পার্টি ও ২ জন আওয়ামী লীগ সম্পর্কযুক্ত এবং উভয় নির্বাচনের এলিট-দের কেহ অন্য কোন দলের সমর্থক ছিল না ।

দু'টি নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় অধিকাংশ এলিট সরকারী দলভুক্ত, সামান্য কিছু অংশ আওয়ামী লীগ সম্পর্কযুক্ত এবং অন্যান্য কোন দলের সমর্থক নেই । উভয় নির্বাচন তুলনা করলে দেখা যায় ১ম নির্বাচনের চেয়ে ২য় নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সমর্থক এলিটদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস এবং আওয়ামীলীগের সমর্থক সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।

তদুপরি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে জাতীয় পার্টির বা ততকালীন সরকারী দলের সমর্থক বেশি । যাহোক ২নং সারণী এবংআলোচনার মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, গ্রামীণ এলিটরা প্রায় সবাই সরকারী দল সংশ্লিষ্ট বা ক্ষমতাসীন দল ঘেঁষা । কিন্তু প্রশ্ন হল, এই এলিট-গণ কখন, কিভাবে কোন অবস্থা থেকে সরকারী দলে আগমন করেছেন ।

এখন আমরা পরের পাতায় ৩নং সারণীতে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা চালাবো-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩

সরকারী দলে আগমনের ধরণের দিক থেকে এলিটদের বন্টন

এলিটদের ধরণ ও নির্বাচন	সরকারী দলে মোট আগমনকারীর সংখ্যা	আগমনের পূর্বাবস্থা			নির্দলীয় থেকে সরাসরি
		মুঃলীগ থেকে আঃলীগ ও বিএনপি হয়ে জাতীয় পার্টি	আঃ থেকে বিএনপি হয়ে জাতীয় পার্টি	বিএনপি থেকে সরাসরি	
১ম নির্বাচন					
চেয়ারম্যান	১২	১ (৮%)	৯ (৭৫%)	১ (৮%)	১ (৮%)
২য় নির্বাচন					
চেয়ারম্যান	৯	-	২ (২২%)	৩ (৩৩%)	৪ (৪৪%)
	২১	১ (৫%)	১১ (৫২%)	৪ (১৯%)	৫ (২৪%)

৩নং সারণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি , ১ম নির্বাচনের মোট ১২ জন সরকারী দল সংশ্লিষ্ট এলিটদের, ১জন মুসলিম থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হয়ে জাতীয় পার্টিতে এসেছেন । ১জন বিএনপি থেকে সরাসরি এসেছেন, ১জন নির্দলীয় থেকে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ।

২য় নির্বাচনের মোট ৯ জন সরকারী দল সংশ্লিষ্ট এলিটদের দু'জন আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি হয়ে সরকারী দলে এসেছেন, ৩ জন বিএনপি থেকে সরকারী দলে এসেছেন এবং ৪ জন নির্দলীয় থেকে সরাসরি সরকারী দলে যোগ দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় ৭৬% এলিট বিভিন্ন দল হয়ে ক্লিংয়ের মাধ্যমে সরকারী দলে এসেছেন । বাকি ২৪% স্বতন্ত্র বা কোন দল না হয়ে সরাসরি সরকারী দলে যোগ দিয়েছেন ।

উভয় নির্বাচন তুলনা করলে দেখা যায় , ১ম নির্বাচনের চেয়ে ২য় নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী অর্থাৎ সরাসরি সরকারী দলে যোগদানকারীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যারা স্বতন্ত্র বা কোন দল না হয়ে সরাসরি সরকারী দলে এসেছেন তারা প্রায় সবাই বয়সে তরুণ এবং নির্বাচিত হওয়ার পরেই সরকারী দলে জড়িত হয়েছেন । আর বিভিন্ন দল হয়ে যারা এসেছেন তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বয়স্ক বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং যখন নির্বাচিত হয়েছেন তখন যে দল কেন্দ্রিয় ক্ষমতাসীন ছিল সে দলই করেছেন । অর্থাৎ এদের দল সংশ্লিষ্ট হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক মতাদর্শ কাজ করেনি । ক্ষমতার আকর্ষণ কাজ করেছে । যে এলিট মুঃ লীগ থেকে আঃ লীগে, আঃ লীগ থেকে বিএনপি হয়ে জাতীয় পার্টিতে এসেছেন । তিনি প্রথম যখন নির্বাচিত হন তখন কেন্দ্রিয় ক্ষমতায় ছিল মুঃ লীগ , ২য় আঃ লীগ, ৩য় ছিল বিএনপি । সর্বশেষ যখন নির্বাচিত হন তখন জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন ছিল ।

৩নং সারণী এবং তার আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম সরকারী দলের এলিটগণ কখন, কোন অবস্থা থেকে কিভাবে এসেছে , এখন আমরা ৪ নং সারণীর মাধ্যমে নির্ণয় করার চেষ্টা করব এই এলিটগণ কত সময় দলের সংগে সম্পর্ক রাখে। অতঃপর কখন কিভাবে দলের বাইরে যায় এবং কোথায় কিভাবে অবস্থান গ্রহণ করে ।

(পরবর্তী পাতায় ৪নং সারণী দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪

এলিটদের ধরণ ও নির্বাচন	সরকারী দল সংশ্লিষ্ট এলিটদের পুনঃনির্বাচনে জয়/পরাজয়ের সংখ্যা			নির্বাচোনত্তর সরকারী দলে অবস্থানকারীর সংখ্যা	নির্বাচোনত্তর দল থেকে বহির্গমনকারীর সংখ্যা	বহির্গমনের ধরণ ও পরবর্তী অবস্থান		
	মোট	জয়	পরাজয়			নিষ্ক্রিয় অবস্থান	বিভিন্নদলে গমন	মৃত্যু
১ম নির্বাচন পূর্ব	১২	১ (৮%)	১১ (৯২%)	১ (৮%)	১১ (৯২%)	১১ (৯২%)	-	-
২য় নির্বাচনপূর্ব	১২	২ (১৬·৬৬%)	১০ (৮৩·৩৩%)	২ ৭১৬·৬৬%)	১০ (৮৩·৩৩%)	৯ (৭৫%)	-	১ (৮·৩৩%)
	২৪	৩ (১২·৫০%)	২১ (৮৭·৫০%)	৩ (১২·৫০%)	২১ (৮৭·৫০%)	২০ (৮৩·৩৩%)	-	১ (৪·১৬%)

৪নং সারণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১ম নির্বাচনপূর্ব মোট ১২জন সরকারী দল সংশ্লিষ্ট এলিটদের মধ্যে ১ম নির্বাচনে মাত্র ১জন পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন । বাকি ১১ জন নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন । পরাজয় বরণকারী ১১ জন দলীয় রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন বা নির্লিপ্ত অবস্থান নেয় ।

নির্বাচনে জয়লাভকারী ১ জন মাত্র সরকারী দলের সক্রিয় সদস্য থাকেন । ২য় নির্বাচনের পূর্বের মোট ১২ জন সরকারী দল সংশ্লিষ্ট এলিটের ২য় নির্বাচনে মাত্র ২ জন জয়লাভ করেন । বাকি ১০ জন পরাজয়বরণ করেন । পরাজয়বরণকারী ১০জনের মধ্যে ১জন মৃত্যুবরণ করেন এবং ৯ জন কোন দল পরিবর্তন না করে সরকারী দলে থেকেও নিষ্ক্রিয় অবস্থান নেয় । আর জয়লাভকারী ২জন মাত্র সরকারী দলের সক্রিয় কর্মী থেকে যান।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় নির্বাচন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পরাজয়বরণকারী সরকারী দলের এলিটগণ অন্য কোন দলে যোগদান না করে সবাই নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান নেয় বা দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে, আর সরকারী দলে সক্রিয় অবশিষ্ট থাকে শুধু নির্বাচনে জয়লাভকারী দু'একজন।

উল্লেখ্য ৩নং সারণীর মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে, নির্বাচনে জয়লাভ করার পরই নির্বাচিত এলিটগণ সরকারী দলে আগমন করে। ৪নং সারণীতে আবার দেখা যাচ্ছে যে, উভয় সময়ে একই দল কেন্দ্রিয় ক্ষমতাসীন থাকলেও তারাই নির্বাচনে পরাজয়ের পর পরই আবার সরকারী দল থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন বা নির্লিপ্ত অবস্থান নেয়।

যাহোক গ্রামীণ প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত এবং সম্পর্কের বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ এলিট আদর্শের রাজনীতি অনুশীলন করেন না বরং ক্ষমতার রাজনীতি এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রতিই তারা দুর্বল, সরকারী দলকে ঘিরেই তাদের দলীয় আনুগত্য ও সম্পর্ক আবর্তিত হয়। গ্রামীণ প্রতিনিধিদের এটিই রাজনৈতিক চরিত্রের প্রকৃতি। কিন্তু গ্রামীণ প্রতিনিধিদের জাতীয় রাজনীতির সংগে এহেন সম্পর্কের কতকগুলি যুক্তিসংগত কারণও আছে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের পল্লী সমাজে ক্ষমতাসীন দল অন্যান্য যে কোন বিরোধী দলের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি পল্লী রাজনীতিতে আগ্রহী তারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারী দলে অন্তর্ভুক্ত হয় কেননা এতে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা ব্যবহার করা অধিকতর সহজ হয়।[১] যা সি. রাইট. মিলস-এর ভাষায় বলা যায়প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ভোগের মাধ্যমেই প্রকৃত প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব।[২]

এ ছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি সাংগঠনিক দিক থেকে তেমন সুসংগঠিত

Dhaka University Institutional Repository

নয় এবং সুদুর পল্লী অঞ্চলে তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও দুর্বল এবং রাজনৈতিক দলগুলি তেমন কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় নেতা বা ব্যক্তির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় । যে কারণে দলের ভিতরেও বাহিরে গণতন্ত্র চর্চার চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি র চর্চাই বেশি হয় যার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ ও কর্মীদের দৃঢ় আস্থা লাভ সম্ভব হয় না । কাজেই সরকারী দলের প্রতি গ্রামীণ প্রতিনিধিদের যে আস্থা বা আনুগত্য থাকে তা এতই হালকা হয় যে, প্রতিনিধিরা নিজেদের ক্ষমতা হারালে তারা দলের প্রতি হয় উদাসিন আর ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা হারালে সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে তাদের দলীয় আনুগত্যের এবং এলিটরা পথ সন্ধানে ব্যস্ত হয় নতুন ক্ষমতাসীন প্রভুদের দলে আশ্রয় লাভের ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ এলিটদের দলগত অবস্থানঃ

১। রীতা পারভীনঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৩ ।

২। Mills, The Power Elite,P.18.

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের ভূমিকা, সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের ভূমিকাঃ

রাষ্ট্র যেমন পুলিশী কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে তার পদযাত্রা শুরু করে বর্তমানে কল্যাণকর রাষ্ট্রে উপণীত হয়েছে । গ্রামীণ রাজনৈতিক স্থানীয় সংগঠন গুলোও তেমনি শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক বিচার আচারের মধ্যদিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে তার ভূমিকা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে । গ্রামীণ রাজনৈতিক স্থানীয় সংগঠনগুলো বর্তমানে শান্তি-শৃংখলা বিধান, বিচার-আচার সম্পাদন, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তথা সমবায়, কৃষি, কুটির শিল্প , রকমারী ব্যবসা সর্বোপরি, গ্রামীণ সামগ্রিক কল্যাণের ব্রত নিয়েই এগিয়ে চলেছে ।

সারিয়াকান্দি থানার স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও এলিটগণ কমবেশি এ ব্রত নিয়েই কাজ করে চলেছেন । সারিয়াকান্দি থানার রাজনৈতিক এলিটগণের উন্নয়নমূলক ভূমিকাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় ।

(১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকা ।

(২) সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকা ।

(৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকা ।

(১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকা :

(ক) অর্থনৈতিক কাজঃ

কৃষি, সমবায়, ব্যবসা ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পায়ন , উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

Dhaka University Institutional Repository

চাষাবাদ, সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে সংগঠিত করা, ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ, পশুপালন , মৎস্য খামার ইত্যাদি সর্বদিকে গ্রামকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে গ্রামীণ প্রতিনিধিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে ।

(খ) জনকল্যাণকর কাজ ঃ

গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ , পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার সাধন, নলকূপ স্থাপন, জন্মমৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণে সহযোগিতা, খেলার মাঠ,ঈদ-গাহ, কবরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি জনহিতকর কর্মকান্ড পরিচালনা গ্রামীণ এলিটদের ভূমিকার আওতাভুক্ত ।

(গ) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ঃ

গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ বা প্রকল্পের সুপারিশ প্রেরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগানো বা সরকারকে সহযোগিতা করা গ্রামীণ এলিটদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ।

(ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টিঃ

গ্রামীণ সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার এবং উৎপাদন উপকরণ যোগান দানের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৃষক শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা এবং উৎসাহ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা গ্রামীণ এলিটদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এ ছাড়া গণস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহযোগি-তা ও জনগণের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এলিটগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক ভূমিকাঃ

(ক) সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন ঃ

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, গ্রামীণ ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, একে অন্যের সুখ দুঃখের সময় পাশে দাড়ানো ইত্যাদি ভূমিকা পালন করে থাকেন গ্রামীণ এলিটগণ ।

(খ) জনবিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজঃ

চৌকিদার, গ্রাম্য পুলিশ ও গ্রামীণ জনগণের সহযোগিতায় চুরি,ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, মারামারি ইত্যাদি আইন শৃংখলা পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রতিহত করা এবং সুষ্ঠু জনজীবনের স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ,গ্রাম-শালিশী, বিচার ছোট খাটো মামলা মোকর্দ্দমা মীমাংশা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জনবিরাপত্তার ব্যবস্হা করা এলিটদের অন্যতম দায়িত্ব ।

(গ) মানবতা বা সেবামূলক কাজ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলাঃ

গরীব দুস্হদের সাহায্য-সহযোগিতা , দুর্বল অনাথ-এতিমদের পাশে দাঁড়ানো ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও সরকারী সাহায্যের ব্যবস্হাকরণের মাধ্যমে নিঃস্ব ও বিপন্ন মানুষের স্বাভাবিক জীবন রক্ষায়ও সাহায্য-সহযোগিতা করা এলিটদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

(ঘ) সরকারী সাহায্য সহযোগিতা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়াঃ

বর্তমান এলিটদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সরকারী সাহায্য সহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ জনগণের কাছে সুষম বন্টনের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া । রিলিফ, টেস্ট রিলিফ (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) কর্মসূচীর বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রি, কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরকারী বা বিদেশী সাহায্য সহযোগিতা যা কিছুই আসুক না কেন, সবকিছুই এই গ্রামীণ এলিটদের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছায় । এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভাব অভিযোগের কথা, বিশেষ করে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর ও তা মোকাবেলার সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো এলিটদের দায়িত্বের আওতায় পড়ে ।

(৩) রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলিটদের ভূমিকাঃ

(ক) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টিঃ

কিছুদিন পূর্বেও গ্রামীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্র ছিল অন্যতম উৎস । কিন্তু বর্তমান সামাজিক ক্রমবিকাশে শিক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষা বিশেষ করে গ্রামীণ এলিটদের স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার কারণে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সুচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে । বর্তমানে জন্মসূত্রে নয় বরং রাজনৈতিক দক্ষতাই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও চর্চার মূল হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে ।

(খ) জাতীয় ঐক্য গঠনে সহযোগিতাঃ

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে দৃঢ় জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন । বিশেষ করে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন খুব বেশি । কোন কোন সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে তড়িৎ সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন দেখা দেয় , আর গ্রামীণ এলিটগণ এ সমস্ত বিষয়ে গ্রামীণ ঐক্যের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সরকারী আদেশ বাস্তবায়নঃ

সরকারী বিভিন্ন কর্মসূচী, প্রকল্প ও আদেশ বাস্তবায়নে গ্রামীণ পর্যায়ের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গ্রামীণ এলিট। গ্রামীণ এলিটরা সাধারণত সরকার এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঐসমস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

(ঘ) দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা :

গ্রামীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, আঞ্চলিক সর্বোপরি রাজনৈতিক মতভেদ, বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দূরীকরণের ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে গণতন্ত্র বাস্তবায়ন, মানবিক ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ, ন্যায় বিচার ও সত্যের লালন গ্রামীণ এলিটদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নঃ

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ নেতৃত্বের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় এলিটদের ভূমিকা ও কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্রামীণ নেতৃত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হবে। এ প্রসংগে আলোচনার প্রথমেই স্থানীয় পরিষদ ও রাজনৈতিক এলিটদের সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধারণা ও মূল্যায়ন তুলে ধরা হল।

বিগত সারিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহ মনসুর রহমান যিনি শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সদালাপী প্রবীন রাজনীতিবিদ গ্রামীণ নেতৃত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নকরার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে, তিনি সরকারী কর্মকাণ্ডে আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এখনও পূর্ণ মাত্রায় বহাল আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে উপ জেলা পদ্ধতিকে খুবই চমৎকার হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসততার কারণে বাস্তবে তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সারিয়াকান্দি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাহ মোখলেছুর রহমান একজন প্রবীন,অভিজ্ঞ ও মোদাতীক্ষ সদালাপী সরকারী কর্মকর্তা। গ্রামীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এলিটদের সম্পর্কে তাঁকে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন- অধিকাংশ এলিট ও গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান সচেতন নয়। সততা, অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠার অভাবে তারা সঠিক দায়িত্ব বুঝে উঠতে এবং পালন করতে পারে না। জনগণের কল্যাণের চেয়ে তারা নিজ স্বার্থে ব্যবহৃত হয় বেশি। মোট কথা এলিটদের সম্পর্কে তিনি বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা এবং হতাশাব্যঞ্জক ধারণাই পোষণ করেন।

নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন- ফেয়ার ইলেকশনের জন্য বিচার বিভাগকে অধিকহারে ব্যবহার ও ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। সরকারী কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন 'জনপ্রতিনিধি এবং

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী কর্মকর্তারা উভয়েই যদি দায়িত্বশীল হন তা'হলে সম্পর্কের উন্নতি অবশ্য-ম্ভাবী আর তা না হলে সম্পর্কের অবনতি অনিবার্য ।

উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বলেন- উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিষয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে । এ কাজগুলিতে যাতে বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং ধারাবাহিকতা ও সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন প্রয়োজন।

সারিয়াকান্দি থানার পুলিশ প্রশাসনের সংগে যোগাযোগ করা হলে জনৈক এস,আই , জানান , এটা খুব অভাবগ্রস্থ এলাকা হওয়ায় এখানে মামলা মোক-দ্দমার সংখ্যা কম, যাও আছে তার অধিকাংশ গ্রামের লোকজন এবং এলিটরা নিজেই মীমাংসা করে । তবে জমি জমা নিয়ে কিছুটা বিরোধ দেখা যায় । তার অবশ্য যুক্তিসংগত কারণ আছে, তা'হল এখানকার অনেকের আবাসস্থল চরাঞ্চলে অবস্থিত যার সীমানা নির্ধারণ একটি জটিল বিষয় । চুরি,ডাকাতি ও ধর্ষণজাতীয় অপরাধ এই থানায় অপেক্ষাকৃত কম ।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বলেন, " পূর্বে ঋণের সিংহ ভাগই গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে অপব্যবহার হত, কিন্তু বর্তমানে উন্নত কলাকৌশল এবং ব্যাংকের নিয়ম-কানুন অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ায় এখন ঋণের আদান প্রদানে আর তেমন কেলেংকারী নেই ।

জনৈক কৃষক যিনি গ্রাজুয়েট এবং অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি তিনি স্থানীয় পরিষদ ও গ্রামীণ এলিটদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, ইউনিয়ন ও স্থানীয় পরিষদে ভাল মানুষ অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নয় । আর দু'একজন যারা অংশগ্রহণ করেন তারাও পরিস্থিতির শিকারে ভাল থাকতে পারেন না । মোট কথা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় পরিষদ একটা ওয়াশ মেশিন যার ভিতর, ভাল মানুষ গেলেই তৈরি হবে অসৎ মানুষ ।

Dhaka University Institutional Repository

শহরীয় কলেজের প্রভাষক বয়সে তরুণ অত্যন্ত স্পষ্টবাদী থানা সদরেই যার বাড়ি। তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেন তা সত্যই যে কাউকে নাড়া দেয়ার মত । তিনি বার বার অনুরোধ করেন তার কথা গবেষণা প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করার জন্য, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা রেকর্ড করতে হয়েছে তাঁর বক্তব্য ।

যাই হোক তাঁর বক্তব্যের মূল সার অংশ হল- এ থানার আপামর জন-সাধারণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় এবং মান্য করে । শহরীয় পরিষদসমূহের সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দই টাউট, তবে কেহ স্বাভাবিকভাবে টাউট, কেউবা অবস্থার শিকারে বাধ্য হয়ে টাউট । আর কিঞ্চিৎ যা সৎ আছে তাদের সততার জন্য প্রতি মুহূর্তে হয়রানির শিকার হতে হয় ।

সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তিনি বলেন- জনতার মধ্যে রিলিফের নেশা অত্যন্ত প্রকট এবং কিছুসংখ্যক রয়েছে সুবিধাভোগী খুদে টাউট আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী হয়ে থাকে প্রতারিত । নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি বলেন, "নির্বাচনে কারচুপি স্বাভাবিক ব্যাপার, যারা প্রশাসন, টাউট ও মাস্তানদের হাত করতে পারে নির্বাচনে তারাই জয়ী হয়।

একজন ব্লক সুপারভাইজার যার কাজই হল কৃষক এবং এলিটদের নিয়ে, তিনি জানান শহরীয় পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বর সবাই হচ্ছে টাউ-টের দল যাদের কথা ও কাজে বিন্দুমাত্র মিল নেই ।

সারিয়াকান্দি থানা পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং গ্রামীণ রাজ-নীতির সংগে ওতপ্রোতভাবে বহুদিন থেকে জড়িত শহরীয় কলেজের অধ্যাপক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান শহরীয় পরিষদ এবং এলিটদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন- সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ব্যতিরেকে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ আশা করা যায় না এবং যোগ্য প্রশাসক ছাড়া ভাল প্রশাসন লাভ করা সম্ভব নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় পরিষদসমূহকে আরও অধিকতর অর্থবহ করার জন্য কিছু সুপারিশও তিনি পেশ করেন, যেমন ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর ও খরচাদির উপর কড়া তদারকি রাখতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের হাতে শুধু পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতা রেখে তা বাস্তবায়ন আলাদা সংস্থার মাধ্যমে করতে হবে। বর্তমানে পরিষদের হাতে উভয় ক্ষমতা থাকার ফলে সরকারী সম্পদের ব্যাপক অপব্যবহার ও আত্মসাৎ হয়ে থাকে।

উপজেলা পরিষদকে আরও অর্থবহ করতে হলে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী অফিসারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে সুষ্ঠু পদ্ধতি ও নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়ে একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্র সমন্বিত করতে হবে। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ক্ষমতা রহিত করতে হবে ইত্যাদি।

স্থানীয় নেতৃত্বের সামগ্রিক মূল্যায়নে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে বক্তব্যের অবতারণা করেন। তার মাধ্যমে গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের ভালোর চেয়ে খারাপ দিকটিই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আমারও মনে হয় প্রকৃতপক্ষে এলিটদের ঘিরে এই বিরূপ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি ছোট অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না।

আমাদের নিজস্ব থানা অর্থাৎ সারিয়াকান্দি থানায় অবস্থিত সারিয়াকান্দি কলেজের অধ্যক্ষ জনৈক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও বটে। আমি জনাব অধ্যক্ষের নিকট একটি কাজে প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ ধর্ণা দিয়েছি কিন্তু আজ অবধি বুঝতে পারি নাই তিনি কেন আমাকে এই দীর্ঘ সময় ঘুরিয়েছেন।

একজন মানুষের পক্ষে সবকিছু সম্ভব নয় এ সত্যটি আমি জানি। কাজেই কাজ না হওয়ার জন্য দুঃখের কারণ নেই, দুঃখ হল তিনি অন্তত আমাকে বলে দিতে পারতেন এটি তার দ্বারা সম্ভব নয়। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ যে কত জটিল ও

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন হতে পারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে তা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না ।

এছাড়াও গ্রামীণ অনেক নেতৃবৃন্দের আরও কিছু দিক তুলে ধরা যেতে পারে । যেমন- (১) এলিটরা সাধারণত নিজ এলাকায় তার প্রতিদ্বন্দ্বি সহ্য করতে পারে না । (২) অনেক নেতৃবৃন্দ মাটি, অর্থ ও ক্ষমতার ক্ষুধায় কাতর । (৩) নেতৃবৃন্দেরা এক একটি নিজস্ব দল বা চক্র গড়ে তুলে এবং নিজ চক্র বা দলের প্রতি খুব প্রসন্ন থাকে । পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের প্রতি তারা খুব কৃপন । আরও বলতে হয় নিজ এলাকার প্রতি এরা সব সময়ই অপেক্ষাকৃত দুর্বল । (৪) বিচার আচার ও বিভিন্ন বিষয়ে এরা অনেক সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে না । (৫) অনেক সময় সরকারী ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহার ও আত্মসাৎ করে থাকে । (৬) বিরোধী গ্রুপের মধ্যে সবসময় দলাদলি এবং খারাপ সম্পর্কের সৃষ্টি ও লালন করে । (৭) কথা ও কাজে মিল কম, মুখে কাউকে নিরাশ না করাই এদের স্বভাব, সাধারণ মানুষকে পিছনে ঘুরানো যেন এদের মামুলি ব্যাপার । (৮) নিজ এলাকায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা এবং নির্বাচনের সময় জয়লাভের জন্য যে কোন নোংরা পথে যেতেও এরা কুণ্ঠা-বোধ ক রে না এবং পূর্ব কোন ঘটনার জের হিসাবে এরা নির্বাচনকে ব্যবহার করে থাকে । (৯) গ্রামীণ এলিটরা সাধারণতঃ সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে । সরকারও এলিটদের কৌশলে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে । (১০) সরকারী বে-সরকারী ও আন্তর্জাতিক দিক থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের নিমিত্তে যে সমস্ত সাহায্য সামগ্রী প্রদান করা হয় । তার সিংহভাগই নানাভাবে আত্মস্থ করে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্ম কর্তা এবং গ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ । যেমন, সারিয়াকান্দি থানার পাকুল্যা ইউ-নিয়নের ওয়াপদা-যমুনা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের দুই নং সাইটের খোঁজ নিয়ে জানা যায় কাজের জন্য বরাদ্দকৃত মোট ২২শত ঘন গমের মধ্যে মাত্র ৪৫% গমের কাজ হয়েছে, বাকি ৫৫% খোয়া গেছে নানাভাবে । এছাড়া অফিস আদালতে দালালী করা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ । যাই হোক যত দোষ ত্রুটিই গ্রামীণ নেতৃবৃন্দের থাক না কেন তবু এরাই গ্রামের চালিকাশক্তি । গ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ধারক এবং চাবিকাঠি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে সারিয়াকান্দি থানার ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের উপর গবেষণা চালিয়ে যা দেখা গেল তাতে মনে হয় গ্রামীণ প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ গ্রামীণ সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের ব্যক্তি। তারা সম্পদশালী মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ও মেধাসম্পন্ন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ জনতার তুলনায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। এছাড়া গ্রামের মানুষ যেমন নেতাদের অসাধারণ ভাবে তেমনি তারাও নিজেদের উচ্চ স্তরের ভেবে গর্ববোধ করেন।

গ্রামীণ জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক গ্রামীণ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে না। তাই দেখা যায় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরেই কতিপয় ব্যক্তিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর এর মাধ্যমেই প্রতীয়মান হয় গ্রামীণ সমাজ বিশ্লেষণের জন্য এলিট তত্ত্বই সঠিক ও যথোপযুক্ত মতবাদ এবং এলিট তাত্ত্বিকদের বক্তব্যই অপেক্ষাকৃত সত্য।

প্যারোটো তাঁর এলিট শ্রেণীর আবর্তন তত্ত্বে যা বলেছেন তা'হল- একটি সম্প্রদায় বা সমাজের সাংবিধানিক চরিত্র যে ধরণেরই হউক না কেন তা একটি ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠির মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন একটি ক্ষুদ্র এলিট-বর্গ শাসন ক্ষমতায় থাকলেও তারা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। এক সময়ে যারা শাসনকারী আরেক সময়ে তারা শাসিতে পরিণত হয় তবে এটা আংশিকভাবেও হতে পারে আবার সামগ্রিকভাবেও হতে পারে। এলিটদের এই নিয়মিত রূপান্তর ও পরিবর্তনকেই প্যারোটো এলিট শ্রেণীর আবর্তন বলে আখ্যায়িত করেন। প্যারোটোর এই বক্তব্যের নিরিখে গ্রামীণ সমাজ বিশ্লেষণ করলে এলিট পদ্ধতি আরও জীবন্ত হয়ে উঠে। অন্ততঃ পক্ষে এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে কতিপয় এলিটের শাসনই চলছে এবং অধিকাংশ লোক তাদের আজ্ঞাবহ। এই কতিপয় এলিটই প্রকৃত শাসক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382767

Dhaka University Institutional Repository

এই শাসকবর্গ সাধারণত গ্রামের উন্নত অবস্থা সম্পন্ন গোষ্ঠির মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয় । তবে লক্ষণীয় বিষয় সারিয়াকান্দি থানায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম নির্বাচনের চেয়ে ২য় নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত বেশি নেতার আবির্ভাব ঘটছে সাধারণ জন গণের মাঝ থেকে । যাদের ভূমি, বার্ষিক আয়, উচ্চ বংশগত মর্যাদা ততটা নেই। তবে এটিইও ঠিক ভূমিহীন বা শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষ এলিট হিসাবে আগমনের হার নিতান্তই অপ্রতুল তবু এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় উত্তরোত্তর প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ মানুষের আগমন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ।

সারিয়াকান্দি এলিটদের শিক্ষা বিষয়ক বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমানে নিরক্ষর প্রতিনিধি নেই এবং বেশিরভাগই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত । অতি সম্প্রতিতে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষিতের আগমনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । যেমন - ১ম নির্বাচনে এইচ,এস,সি এবং তার উপরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯ ভাগ । ২য় নির্বাচনে সেখানে দাঁড়িয়েছে ১১ ভাগে । গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ দিক বলা যায় ।

প্রতিনিধিদের বয়সের দিক থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ৩০ বৎসরের নিচে এবং ৬০ বৎসরের উপরের বয়সের ব্যক্তি খুব কম । পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪৩ বৎসর বয়সীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে । এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় স্বল্প বয়স ও বয়ঃবৃদ্ধরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির হাওয়া লাগা গ্রামীণ মানুষের আশা আকাংখা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না ।

অতএব বিভিন্ন গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব এগিয়ে আসছে যুবক এবং মধ্যবয়সী সম্প্রদায় । গ্রামীণ উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এটিও একটি ভাল দিক। ইচ্ছা করলে গ্রামের এই শিক্ষিত সবল আধুনিক মনা যুবকদের খুব সহজেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বহুবিধ প্রযুক্তিগত কাজ করানো সম্ভব ।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের আলোকে সারিয়াকান্দির প্রতিনিধিদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মধ্যবিত্তরা যেমন গ্রাম সমাজের মেরুদন্ড তেমনি গ্রামীণ রাজনীতিতেও তারাই চালিকাশক্তি তবে এখানে এলিটের আবর্তন তত্ত্ব অত্যন্ত সক্রিয় যে কারণে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ বা নিচু শ্রেণীতে যেমন গমন করছে তেমনি মধ্যবিত্তে আবার নতুনের আগমন ঘটছে এভাবেই যেন তার ভারসাম্য বজায় থাকছে ।

গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব শীর্ষক অধ্যায়ে দেখা গেছে গ্রামীণ প্রতিনিধিরা নির্বাচন ও মনোনয়নের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন কিন্তু এই নির্বাচন নানাবিধ অশুভ প্রভাবে দুষ্ট, যেমন আঞ্চলিকতার প্রভাব, নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রভাব, আত্মীয়তার প্রভাব, অর্থ ও শক্তির প্রভাব , প্রশাসনের প্রভাব ইত্যাদি। এই প্রভাবসমূহ সুষ্ঠু নির্বাচনের ঘোর অন্তরায় এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবসমূহ জনগণের শিক্ষা সচেতনতা ও স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল নিরসন করা সম্ভব । তবে প্রশাসন ও নির্বাচন পদ্ধতির প্রভাব সরকারী আনুষ্ঠানিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। বিশেষ করে নির্বাচনের পদ্ধতিগত ত্রুটি দুর করে নির্বাচন সুষ্ঠু করার প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করা যেতে পারে, যেমন একটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থার বদলে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে ভোটারদের একটি সদস্য ভোটের মাধ্যমে একজনকে নির্বাচনের বিধান করা যেতে পারে । মহিলা সদস্য মনোনয়ন পদ্ধতি নারীদের যেমন অবমূল্যায়ন করে তেমনি একই কারণে তারা প্রশাসন কর্তৃক অপব্যবহারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে যা প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ । অতএব মনোনয়নের পরিবর্তে প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মহিলা প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

নির্বাচনের মেয়াদকাল দীর্ঘ সময় না করে ঘন ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব কায়েমের অনুশীলন ও যোগ্য নেতৃত্বের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের মেয়াদকাল তিন বৎসর বা তার কাছাকাছি নির্ধারণ করা যেতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের উপর জাতীয় রাজনীতির দলীয় প্রভাব বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, জাতীয় দলীয় রাজনীতির সংগে এলিটদের যোগাযোগ বা বিভিন্ন দলের প্রতি অনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণ খুবই সামান্য । তবে প্রতিনিধিরা প্রায়ই ক্ষমতাসীন দল সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকেন এবং নিজেদের সরকারী লোক ভেবে সাধারণ মানুষ থেকে বেশি সুযোগ ও সম্মান গ্রহণে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন । আর যেহেতু তারা ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি দূর্বল এবং সেটি একমাত্র সরকারী দলের নিকট থেকেই লাভ করা সম্ভব সেহেতু সরকার পরিবর্তনের সংগে সংগে তাদের রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য ও পরিবর্তন সাধিত হয় । এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেহেতু অধিকাংশ গ্রামীণ এলিট সুযোগ সন্ধানী সেহেতু সরকারকে স্থানীয় প্রশাসন দলীয়করণের ধারণা জাতীয় স্বার্থে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা উচিত । তা না হলে এলিটরা সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে যা গ্রামীণ প্রশাসনের জন্য আত্মঘাতির সামিল হবে ।

বাংলাদেশ একটি গ্রামভিত্তিক দেশ । এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গ্রামের উন্নয়নের বিকল্প নেই । এ লক্ষ্যেই গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এর কাঠামো, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনকে গণমুখী ও শক্তিশালী না করলে এ দেশের বাড়তি জনসংখ্যার উর্ধগতি রোধ, শিক্ষিতের হার বাড়ানো, কৃষিজ ও অকৃষিজ কর্মকান্ডের প্রসার ঘটানো সম্ভব নয় । এক কথায় এই স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমেই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর এ জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিশেষ করে গ্রামীণ প্রশাসনকে অধিকতর জবাবদিহিমূলক জনকল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নমুখী প্রশাসন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সরকারের বহুমুখী ও দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত । বিগত দিনে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার সিংহভাগই নাকি অপব্যবহার হয়েছে স্থানীয় সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তা ও এলিটদের দূর্নীতি, অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে । অতএব এঅবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য প্রথমত জনগণ এবং এলিটদের দায়িত্ববান ও সচেতন করে তুলতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ প্রতিনিধিদের মাঝে মাঝে পর্যালোচনা অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এছাড়া সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে । এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ।

জনপ্রতিনিধিদের অধিকতর জবাবদিহিকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এরজন্য প্রত্যেকটি স্থানীয় সরকারের কর্মকান্ডের সকল বিষয় সমূহ জনগণের নিকট তুলে ধরতে হবে । স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে । এবং এমন একটি স্বাধীন সংস্থা করা যেতে পারে যা উচ্চ আদালতের বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং তাদের কাজেই হবে স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

এছাড়া জনপ্রতিনিধিদের , স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার জনগণের নিকট প্রত্যক্ষ-ভাবে অধিকতর দায়িত্বশীলকরণের লক্ষ্যে, এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের একটি বিধান করা যেতে পারে যেমন নির্বাচনী এলাকার এক তৃতীয়াংশ জনতা যদি তাদের প্রতি-নিধির বিষয়ে অভিযোগ সম্বলিত অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপনের মাধ্যমে জেলা প্রশা-সকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা'হলে জেলা প্রশাসক সেই অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে দেখবেন এবং সঠিক বিবেচিত হলে অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইন সংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ; কিন্তু যদি নির্বাচক মন্ডলির $-\frac{২}{৩}-$ অংশ তার পদত্যাগই চান তা হলে জেলা প্রশাসক তাকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য থাকবেন। তবে অত্র অপরাধের বিষয়ে অপরাধী আইনের আওতায় অবশ্যই থাকবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের ভূমিকা, সামগ্রিক মূল্যায়ন ও উপসংহার :

১। রীতা পারভীন: প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট সারিয়াকান্দি উপজেলার উপর একটি বিশ্লেষণ শীর্ষক এম,ফিল, গবেষণার লক্ষ্যে সারিয়াকান্দি থানার গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট,সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তা, সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট যে প্রশ্ন পত্র বিলি করা হয় তার নমুনা অপর পৃষ্ঠাদ্বয়ে প্রদান করা হল ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাবলী

প্রথম ভাগ

(১) নাম:

(২) পিতার নাম:

(৩) গ্রামের নাম:

(৪) মৌজার নাম:

(৫) ওয়ার্ডের নাম:

(৬) ইউনিয়নের নাম:

(৭) ধর্ম কি ?

(৮) পুরুষ বা মহিলা

(৯) ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?
খ) আপনার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?
গ) আপনার স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি।?

(১০) ক) আপনার বয়স কত ?
খ) আপনার পিতার পেশা কি ?
গ) আপনার স্ত্রীর পেশা কি ?

(১১) ক) আপনার বাৎসরিক আয় কত ?
খ) আপনার পিতার বাৎসরিক আয় কত ?

(১২) আপনি নিজেকে কোন শ্রেণীর লোক মনে করেন ?

(১৩) আপনার পরিবার কি আপনার এলাকায় খুব প্রভাবশালী ?

(১৪) পূর্বে আপনার পরিবার কি প্রভাবশালী ছিল ?

(১৫) আপনি কি কখনো কোন পরিষদের সাথে জড়িত ছিলেন ?

(১৬) কোনো সময় নির্বাচনে কি পরাজয়বরণ করেছিলেন ?
পরাজয়বরণ করে থাকলে তার কারণ কি বলে মনে করেন ?

(১৭) আপনার বংশের আর কেউ কখনো কি পরিষদের সংগে জড়িত ছিলেন ?

(১৮) ক) আপনার জমিজমা নির্বাচনের সময় কেমন ছিল ?

খ) এখন কেমন ?
গ) আপনার পিতার সম্পত্তি কি পরিমাণ আছে ?

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাবলী
দ্বিতীয় ভাগ

১। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

২। ইউনিয়ন/উপজেলা পরিষদে আপনি এলেন কেন ?

৩। নির্বাচনে আপনার জয়লাভের পিছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

৪। নির্বাচনে কোন অংগীকার করেছিলেন কি ? এবং করে থাকলে তা কতটুকু পালন করেছেন ?

৫। আপনার নির্বাচনী বাজেট কত ছিল এবং সে টাকা কিভাবে সংগ্রহ করেছেন ?

৬। আপনার বিবাহ বা আত্মীক সম্পর্ক কি রাজনীতিতে কোন প্রভাব বিস্তার করে বা করেছে?

৭। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ শোনা যায়। যদি অভিযোগ সত্য হয় তাহলে কিভাবে এই কারচুপি রোধ করা যায় বলে মনে করেন ?

৮। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পদ্ধতি/আপনার সম্পর্কে ধারণা কি ?

৯। আপনি কি মনে করেন দুইটি পরিষদই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছে?

১০। আপনি একজন সদস্য হিসাবে কিভাবে পরিষদের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিদিনই গড়ে কত সময় জনস্বার্থে ব্যয় করেন ?

১১। আপনি দায়িত্ব পালনে অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হন কি ?

১২। বিগত ৬ মাসে আপনাদের পরিষদের কয়টি সভা হয়েছে এবং কতভাগ সদস্য তাতে যোগদান করেছেন ?

১৩। পরিষদসমূহকে আরও অধিকতর অর্থবহ করার জন্য কিছু সুপারিশ করবেন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নাবলীঃতৃতীয় ভাগ

১।ক) পূর্বে এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ?

খ) পূর্বে এই এলাকার যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগ কেমন ছিল ?

গ) বর্তমানে কেমন এবং আরও অধিকতর উন্নত করার জন্য আপনার সাজেশন কি ?

২।ক) স্থানীয়ভাবে আপনি কি কি সমস্যার মোকাবিলা করেন ?

খ) এবং কিভাবে সহজ ও দ্রুত এই সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করা যাবে বলে মনে করেন ?

৪। উপজেলা সরকারী কর্মকর্তাদের সংগে গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিটদের সম্পর্ক কেমন?

৫। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয় সেগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত কি এবং এর কতভাগ প্রকৃত কাজে লাগে ।

৬। গ্রামীণ নেতৃত্বে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

৭। আপনি কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত কিনা ? হলে কোন দল এবং কেন ?

৮। আপনি কোন রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন কি ? করে থাকলে কেন দল পরিবর্তন করেছেন ?

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

(১) আসানউল্লামান ; সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি। প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৮ ।

(২) এমাজউদ্দিন আহমদ ; বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ- ১ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ।

(৩) সৈয়দ আলী নকী ; সমাজবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি- ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৬।

(৪) ডঃ আখতার হামিদ খানের বক্তৃতা সংকলন; পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসংগিক ভাবনা- সম্পাদনায় মোহাম্মদ নুরুল হক ১৯৭৭ ।

(৫) হ্যারল্ড লাস্কি ; রাজনীতির গোড়ার কথা- এম,এ,ওয়াদুদ ভূইয়া অনুদিত, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ।

(৬) ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া; তুলনামূলক রাজনীতি ও সমকালীন পদ্ধতি- ১ম সংস্করণ মার্চ, ১৯৮২ ।

(৭) আর,এম,ম্যাকাইভার ; আধুনিক রাষ্ট্র- এমাজউদ্দিন আহমদ অনুদিত প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ।

(৮) দরবেশ আলী খান অনুদিত; জনস্টুয়ার্ট মিল গণতান্ত্রিক সরকার- ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৬৯ ।

(৯) সরদার ফজলুল করিম ; এরিস্টটলের পলিটিকস - ১ম সংস্করণ মে ১৯৮৩।

(১০) মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান; প্লেটো ও এরিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তা- ১ম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৭ ।

(১১) গভর্ণমেন্ট অব পাকিস্তান প্লানিং বোর্ড ; ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-১৯৫৫-৬০ (খসড়া)।

(১২) মোহাম্মদ সামসুল আলম; উপজেলা ব্যবস্থাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, ধামরাই উপজেলার উপরে একটি সমীক্ষা, ১৯৮২ সালের এম,এস,এস,শেষপর্ব-এর অংশ বিশেষের উত্তরপত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

(১৩) সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ; সমাজ পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন- ১ম সংস্করণ জুন ১৯৭৮ ।

(১৪) রীতা পারভীনঃ 'বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা জুন ১৯৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ ; তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ- ১ম সংস্করণ ১৯৭৮, ২য় সংস্করণ ১৯৮১ ।

(১৬) মোঃ খুরশীদ আলম ; উন্নয়নমূলক সমাজবিজ্ঞান — প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৮১।

(১৭) অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিঞা অনূদিত; জাঁয্যাক রুশো ; সমাজ সংস্থা ৩য় প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮০ ।

(১৮) ডঃ আবদুল খালেক, নীহাররঞ্জন সরকার,ডঃ আজিজুর রহমান ; সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮৮ ।

(১৯) রেবতী বর্মণ ; সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, প্রকাশকাল ২৫শে মে ১৯৫২।

(২০) সম্পাদনাঃ ডক্টর এ,কে নাজমুল করিম ; মূলঃ স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, প্রকাশ প্রথম ১৯৭৩ ।

(২১) By Muhammad Abdul Wahhad;- " The Rural political Elite in Bangladesh; A study of leadership pattern in six union porishads of Rangpur district.